শুভযাত্রা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

রঞ্জন প্রকাশালয়
৫-সি, রাজেন্দ্র লালা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য আট আনা

"শনিরঞ্জন প্রেস," ৫-সি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গ

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

—গ্রন্থকার

নিবেদন

এই ক্ষুদ্র নাটকখানি বাণীর মন্দিরে আমার প্রথম অর্ঘ্য। শ্রদ্ধেয় "প্রবাসী" সম্পাদক মহাশয় স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ইহাকে প্রবাসীতে স্থান দিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইলে পর সহৃদয় পাঠকগণের কাছে ইহা যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহা আমার আশাতীত।

নাট্য-নিকেতনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় এক্ষণে ইহাকে রঙ্গমঞ্চে রূপদান করিয়াছেন বলিয়া নাটকখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মোহিত-লাল মজুমদার মহাশয় নাটকখানির রচনাকালে আমাকে অশেষরূপে উৎসাহিত ও সাহায্য দান করিয়াছিলেন এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ইহাকে প্রকাশিত করিবার সর্ব্ববিধ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

রংপুর
২৬শে বৈশাখ ১৩৪০

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

শুভযাত্রা

চরিত্র

সুধাংশু	—	কলেজের অধ্যাপক
মৃণালিনী	—	সুধাংশুব স্ত্রী
জাহ্নবী	—	ঐ মাতা
মালতী	—	ঐ ভগ্নী
সরোজিনী	—	প্রতিবেশিনী, জাহ্নবীর সখী
মেনকা	—	ঐ মালতীর সখী
বামা	—	ঝি
উপেন্দ্র	—	মৃণালিনীর বড় ভাই

ডাক্তার, মেনকার মা, মিত্রদেব বড় বৌ ও ছোট বৌ

সংযোগস্থল—কলিকাতা

সময়—বিকাল পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা

নাট্য-নিকেতন

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবাব, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪০

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

সুধাংশু	...	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
উপেন্দ্র	...	" শৈলেন্দ্র চৌধুরী
ডাক্তার	...	" শীতলচন্দ্র পাল
মৃণালিনী	...	শ্রীমতী নীহারবালা
জাহ্নবী	...	" উষাবতী (পটল)
মালতী	...	" রাণীসুন্দরী
সবোজিনী	...	" অন্নদাময়ী
বামা	...	" কোহিনুর বালা
প্রতিবেশিনীদ্বয়		কমলাবালা, বীণাপাণি

শুভযাত্রা

[দোতলার উপরে বেশ প্রশস্ত একটি কক্ষ। ঘরের সাজসজ্জায় গৃহস্বামীর সৌখীন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পিছনেব দিকে তিনটি দরজা, পুরু রঙীন পর্দ্দা লাগানো—তাহার ওপাশে ভিতরের বারান্দা। ডান দিকের একটি দরজা দিয়া রাস্তার উপরের ছোট গোল বারান্দায় যাওয়া যায়। বাঁ-দিকের একটি দরজা শোবার ঘরের।

ঘরের ইতস্তত কয়েকটি টিপয়, একটি দেরাজ আলমারী, একটি ড্রেসিং টেবিল, দুখানা কৌচ ও একটি বই-বোঝাই হোয়াট-নট। সর্ব্বত্র একটু অগোছালো ভাব—টেবিল-ক্লথ ময়লা—আলমারীর পাশে মাদুরের উপর একরাশি বই পড়িয়া আছে।

জাহ্নবী সামনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জীবনে অনেক দুঃখশোক রেখায় রেখায় তাহাদের চিহ্ন মুখের উপর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুখখানি একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য-মণ্ডিত। জাহ্নবী একটু দাঁড়াইয়া ঘরের সবটা দেখিয়া লইলেন—তারপর ডাকিলেন]

জাহ্নবী

বামা, বামা।

[বামার প্রবেশ]

বামা

কি মা!

জাহ্নবী

বামা, একটু আয় তো। এই ঘরটা চট ক'রে গুছিয়ে ফেলি।

বামা

আমার যে ওপরের কাজ এখনও সারা হয় নি মা।

জাহ্নবী

আর কি বাকী আছে?

বামা

বাকী ঢের আছে। আলপনা, পিঁড়ি চিত্রি করা, চালুন-সাজানো…

জাহ্নবী

তা হো'ক, এখুনি হয় তো লোকজন আসতে সুরু হবে; তাদের বসবার জায়গাটা আগে ক'রে রাখ। আর আজকের দিনে ঘরখানা এমন হয়ে আছে, এ কি দেখা যায়!

বামা

(ঘর গোছাইতে আরম্ভ করিয়া) শেষে কিন্তু আমার দোষ দেবেন না মা, যে অমুকটা হ'ল না।

জাহ্নবী

আচ্ছা, তা দেব না। এক রকম ক'রে সব হয়েই যাবে। ওরাও আসুক, সবাই মিলে করলে আর কতক্ষণের কাজ।

বামা

রক্ষে করুন মা, তাতে আর কাজ নেই। কথায় বলে, 'অনেক সন্ন্যেসীতে

গাজন নষ্ট'। ও পঞ্চাশ জন মিলে গণ্ডগোল করার চাইতে আমার যা কাজ সে আমি একলাই পারব।

জাহ্নবী

পাগল! পঞ্চাশ জন আবার কোথায়! আমি কি ধূমধাম লাগিয়ে দিয়েছি না কি! সরোজ আসবে, মিত্তিরদের বাড়ীর দুই বৌ, ওদিকে মেনকা আর মেনকার মা; আর চাটুজ্জ্যেদের বাড়িতে বলেছি, তা তারা যে কেউ আসতে পারবে সে ভরসা কম। এই তো আমার নেমন্তন্নের লোক। নে, ওই কোণ থেকে চাদরটা এনে এই মাঝ-খানটায় পাত্। আমি ততক্ষণ এগুলো ঠিক ক'রে রাখি।

[উভয়ে মিলিয়া চাদর-পাতা, টেবিল-সাজানো, বইগুলি হোয়াট-নটে উঠানো ইত্যাদি করিতে লাগিলেন]

বামা

দিদিমণি কখন আসবে মা?

জাহ্নবী

বলেছিল তো চারটের মধ্যেই আসবে, কিন্তু কই··· ?

বামা

কেমন কুটুম গা! একটা দিনের জন্যেও ছেড়ে দিতে পারলে না।

জাহ্নবী:

ও কথা বলিস্ নে। মালতীর শাশুড়ী খুব ভালমানুষ। তিনি তো আসতেই বলেছিলেন, কিন্তু দেওরের অমন অসুখ, তাকে ফেলে কি ক'রে আসে! তাই শুভযাত্রার সময় কয়েক ঘণ্টার জন্যে আসবে বলেছে। জামাই হয় ত আসতেই পারবে না। সবই আমার অদৃষ্ট।

(একটু পরে বাহিরে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া)

দেখ তো, দেখ তো বামা, মালতী এলো বুঝি। গাড়ীর শব্দ পেলাম যেন।

[বামা ডানদিকের বারান্দায় গেল ও একটু পরে ফিরিয়া আসিল]

বামা

না মা, দিদিমণি নয়। ও-গাড়ী চ'লে গেল।

জাহ্নবী

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আঃ, মালতী এসে পড়লে আমি বাঁচতাম। এ সব করতে আর আমার হাত সরছে না।

বামা

ও কি অলক্ষুণে কথা মা! আপনার মুখে এ সব কথা শুনলে দাদাবাবু কি ভাববেন বলুন তো!

জাহ্নবী

তাই ভেবেই তো শক্ত হয়ে আছি বামা। সুধার তো বিয়েতে মত ছিলই না—আমিই পেড়াপেড়ি ক'রে মত করিয়েছি। কিন্তু সময় যতই কাছে আসচে, ততই আমার মনে হচ্চে বুঝি কাজটা ভাল করি নি।

বামা

ভাবলেই যত রাজ্যের ভাবনা আসে। কাজটা মন্দ কিসে শুনি? পুরুষ মানুষ কি দুটো বিয়ে করে না?

জাহ্নবী

কি জানি মা, থেকে থেকে আমার মনটা ভারী দমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এতে বুঝি আমার পাপ হচ্ছে।

বামা

যত সব কথা! পাপ! আজকালই চল নেই, নইলে সেকালে তো শুনেছি কুলীন বামুনরা দুশো-তিনশোটা ক'রে বিয়ে করতেন। তাঁরা কি সব পাপী ছিলেন?

জাহ্নবী

ও রকম ক'রে ভেবে দেখলে তো সবই বুঝি। কিন্তু ওর কথা যখন মনে হয়……(দীর্ঘনিশ্বাস)

বামা

তা কি করবেন মা, যার যেমন অদেষ্ট। বৌ মরলেও তো মানুষ আবার বিয়ে করে! আর এও তো মরারই সামিল।

[কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দুইজন কাজ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে]

জাহ্নবী

বামা, ও এখন কি করছে রে?

বামা

কে?

জাহ্নবী

আবার কে? ঐ হতভাগী।

বামা

আজকে বড্ডই বেড়েছে মা। ভাত তো একটাও পেটে যায় নি। থালা দিতেই দুই হাতে সমস্ত ঘরময় ছিটোতে লাগল। কি? না— 'আয়, আয় বুলবুলি, ধান খেয়ে যা।' তারপর বুলবুলি আসে না দেখে নিজেই বুলবুলি হয়ে হামা দিয়ে একটা একটা করে ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খেতে লাগল। সে কি অঙ্গভঙ্গী! তারপর দুই বুলবুলির ঝগড়া— রঙ্গ দেখে হেসে মরি।

জাহ্নবী

থাক, থাক, অমন ক'রে বলিস নে। তাহ'লে খাওয়া আজ কিছুই হয় নি ?

বামা

না, অমনি ক'রে আর ক'টা দানা পেটে যায় !

জাহ্নবী

যাক, এ তবু একরকম ভাল। সে ভাবটা যে আসে নি তাও রক্ষে।

বামা

আসে নি আবার। তারপরেই চীৎকার সুরু হ'ল—'বাপরে, বাঁচাও রে, ঐ আমাকে কাটতে এল রে।' তারপর বাটী গেলাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাকে মারতে যায়—দরজার ওপরে দমাদম ঘা—বরঞ্চ আজ আরও বেশী বেশী।...ভালকথা মা, দাদাবাবুকে ব'লে দরজার শেকলটা ঠিক করিয়ে দিও। আমার ভারী ভয় করে। পাগলের মাথায় বুদ্ধি আসে না তাই—নইলে ভেতর থেকে হাত গলিয়ে অনায়াসে শেকল খুলে ফেলতে পারে।

[একতলার ঘর হইতে ক্রমাগত চীৎকারের শব্দ আসিতে লাগিল, "মা—ওমা, মা, মাগো, মা, ওমা, মা, মাগো, মা"]

জাহ্নবী

ওর বিকট চীৎকার অনেক শুনেছি। ওর হাতে মারও অনেক খেয়েছি—তাতে তত কষ্ট বোধ করি নে। কিন্তু ওর এই করুণ সুরে 'মা'-ডাক শুনলে আমার বুক ফেটে যায়।

বামা

কেন মা, এ ডাকটা তো অনেকটা ভালমানুষেরই মত।

জাহ্নবী

হ্যাঁ, তাইতেও মনে করিয়ে দেয় যে ও আমার সেই বৌমা। নইলে আগের মানুষ তো আর নেই। অমনি ক'রেই যে ও আমায় ডাকতো। ছেলেবেলা থেকে মা নেই—আমাকেই ও মা ব'লে জেনে এসেছে।

[নেপথ্যে, "দিদি, দিদি কোথায় গা?"]

জাহ্নবী

ঐ সরোজ এসেছে। (উচ্চস্বরে) এই যে ভাই, ওপরের ঘরে। এইখানে এস।···বামা দেখ তো ওকে যদি মুড়িটুড়ি কিছু খাওয়াতে পারিস্—(চাবি দিয়া) এই যে ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে যা।

[সরোজিনীর প্রবেশ। বিধবা। বয়স জাহ্নবীর চেয়ে চার পাঁচ বছর কম হইবে। সঙ্গে একজন ভৃত্য একখানি আলপনা-দেওয়া পিঁড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল]

বামা

একেবারে বেলা গড়িয়ে এলেন মাসীমা। জানেনই তো কাজ করবার লোক কেউ নেই। আপনাদেরই ভরসায় কাজে হাত দেওয়া। মা'র তো দিনে সাতবার হাত-পা ভেঙে আস্‌ছে।

সরোজিনী

সত্যি দিদি, আমার বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে। তা, এদিককার কিছুই কি হয় নি?

জাহ্নবী

ওর কথা! ওর তো সব কাজেই তড়বড়ি। বামা, যা, যা বললুম কর গে।

[বামার প্রস্থান]

সরোজিনী

এ পিঁড়িখানা কোথায় রাখব ? এই পিঁড়ির জন্যেই আরো দেরি হয়ে গেল।

জাহ্নবী

এখনকার মত ওইখানেই রেখে দাও।

[সরোজিনী পিঁড়িখানা একপাশে রাখিলেন]

সরোজিনী

চুপচাপ বসে আছ যে দিদি ? এদিককার কতদূর ?

জাহ্নবী

সে সব একরকম ঠিকঠাকই আছে। বাকী যা আছে, তা সব এয়োদের কাজ—তারা না এলে তো হবে না। আমার তো আর ধুমধামের কাযি্য নয়।

সরোজিনী

তবু যেটুকু না করলে নয়, তা তো করা চাই। সুধা কোথায় ?

জাহ্নবী

নীচে বৌমার ভায়ের সঙ্গে কথা বলছে।

সরোজিনী

সে কি ! বৌমার ভাই যায় নি ? বৌমারও যাওয়া হয় নি তাহ'লে ?

জাহ্নবী

না।

সরোজিনী

ও, তাইতে আসবার সময় বৌমার ঘরের দিক থেকে যেন সাড়া পেলাম। কিন্তু কেন ? বৌমাকে এ কয়দিনের জন্যে নিয়ে যাবে বলেই না তার ভাইকে টেলিগ্রাম ক'রে আনিয়েছিলে ?

জাহ্নবী

হ্যাঁ, আর উপেনও ওকে নিয়ে যাবে বলেই এসেছিল। কিন্তু কি করা যায়, কিছুতেই যে ওকে নিয়ে যাওয়া গেল না।

সরোজিনী

এটা তো ভাল হ'ল না দিদি। শুভকর্ম্মের বাড়ী—পাগল যে কখন কি ক'রে বসে তার ঠিক নেই—চেঁচানি তো সব সময়ে লেগেই আছে। তা ছাড়া, নতুন বৌ আসছে, বাড়িতে পা দিয়েই এই-সব দেখেশুনে তার মনটাই বা কি হবে!

জাহ্নবী

কি করি বল। সে দৃশ্য তো দেখ নি। কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যাবে না। গাড়ীতে তুলবার সময় সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি ক'রে কান্না— তিনটে লোক হয়রান হয়ে গেল। রাস্তায় লোক জমতে লাগল। শেষে আমি বললাম, 'যা হবার হবে,—এমন ক'রে আমি ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে পারব না।'

সরোজিনী

আহা, বাড়ি বাড়ি ক'রে মায়াটা ওর চিরদিনই। বাড়ি সাজানো, গোছানো, নতুন নতুন ক'রে সাজাবার খেয়াল, এই-সব নিয়েই থাকত।

জাহ্নবী

এই বাড়িটার মধ্যেই ছিল ওর প্রাণ। বাড়ি ছেড়ে দু-দিনও কোথাও গিয়ে সোয়াস্তি পেত না। ওদিককার মধ্যে তো এক ভাই, আর সেও থাকে সেই দিল্লীতে। ন-মাসে-ছ-মাসে যদি-বা সেখানে যেত, গিয়ে থাকতে পারত না। দু-দিন বাদেই চিঠি লিখত, 'আমাকে নিয়ে যাও।'

[নেপথ্যে চীৎকার, "যাব না, আমি যাব না, আমাকে কেটে ফেলবে, আর আমি যাব। বাবা গো!"]

সরোজিনী

আজকে যেন একটু বেশী-বেশী !

জাহ্নবী

হ্যাঁ, নিয়ে যাবার জন্যে খানিকটা টানাটানি করাতে মেজাজটা বিগড়ে আছে। কার মুখ দেখে উঠেছিল, আজ এক ফোঁটা জলও পেটে যায় নি।···আর বসে থাকব না। চল, ছাতে যাই।

সরোজিনী

ছাতে কেন ?

জাহ্নবী

ছাঁদনা-তলা যে ছাতেই করেছি। একেবারে ওর চোখের সামনে হয় ব'লে নীচের উঠোনে আর করি নি।

সরোজিনী

সে তো ভারী অসুবিধে হবে। তার চাইতে বরং ওকেই দু-দিনের জন্যে ওপরের কোন ঘরে রাখলে পারতে।

জাহ্নবী

ও বাবা, তা কি হবার জো আছে। প্রাণ গেলেও তো সে ওপরে আসবে না। এ অবস্থা হয়ে অবধি আজ দু-বছরের মধ্যে এক দিনও তো ওপরে আসে নি। আনতে গেলে চীৎকার ক'রে অনর্থ বাধায়।

সরোজিনী

এ আবার কি খেয়াল ?

জাহ্নবী

পাগলের খেয়াল ! তার কি কোন অর্থ আছে ? তবে এটা একেবারে খেয়ালও নয়। ওপরের এই ঘরেই তার পেটের শত্তুর মারা গিয়েছিল কি-না।

[বামার প্রবেশ]

বামা

দাদাবাবু আর উপেনবাবু একবার আসবেন।

জাহ্নবী

আচ্ছা, আসতে বল, এখানে আর কেউ নেই।···(সরোজিনীর প্রতি) ওকি, তুমি উঠলে কেন ? উপেন তোমার পেটের ছেলের মত।

সরোজিনী

না, না, সেজন্যে নয়। তোমরা কথাবার্ত্তা বল। আমি ততক্ষণ ওপরে একটু দেখেশুনে আসি।······চল্ তো বামা, কর্ম্মা মানুষ একা একা কত কাজ কর্‌ল দেখি গে।

বামা

(খুশী হইয়া) সে-সব আমি ঠিক ক'রে রেখেছি মাসীমা—এখন এয়োরা এলেই হয়।

[উভয়ের প্রস্থান—বামা যাইবার সময় বারান্দা হইতে ডাকিয়া গেল—"দাদাবাবু, এসো গো, কেউ নেই এখানে।" একটু পরে সুধাংশু ও উপেন্দ্র আসিল। সুধাংশুর বয়স ত্রিশ, উপেন্দ্র তাহাব চেয়ে দুই-এক বছরের বড় হইবে]

সুধাংশু

মা, উপেন-দা তো আর থাকতে চায় না। জেদ ধরেছে আজই চলে যাবে।

জাহ্নবী

সে কি কথা বাবা, আর একটা দিন থাকো না।

উপেন্দ্র

না দেখুন, আর অনর্থক থেকে কি হবে। আমি ঠিক করেছি সন্ধ্যের এক্সপ্রেসেই চ'লে যাব, তাই আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।

জাহ্নবী

না বাবা, এই দু-দিনের রাস্তা এসেছ কষ্ট ক'রে—আবার একটু না জিরিয়ে অমনি চলে যাবে !

উপেন্দ্র

তাতে আর কি হয়েছে। মিনি যদি যেত তবে তো আমাকে আজকেই যেতে হ'ত।

জাহ্নবী

সে যেন আর উপায় ছিল না ব'লে। কিন্তু তা যখন হ'লই না, তখন শুধু শুধু কষ্ট করবে কেন বাবা ?

উপেন্দ্র

শুধু শুধু তো নয়। পরের চাকরি করি—আবার একদিন আপিস কামাই করাটা—

সুধাংশু

আরে থেকে যাও হে। একটা দিনে আর আপিস দেউলে হবে না। তোমার আপিস তো তেমন কড়া নয়—একদিনের ছুটি অবিশ্যি পাবে।

জাহ্নবী

যেমনই হোক বাবা, তবু আমার কাছে তো এটা একটা শুভকার্য্য। আজকের দিনে বাড়িতে এসে তুমি অমনি অমনি চ'লে গেলে সেটা আমার মনে বড় বাজবে।

[উপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল]

অবিশ্যি তোমার মনে যে কি হচ্চে তা আমি খুব বুঝতে পারছি।...... আমারই কি বড় আনন্দের কথা। আমার অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌমা তাকে নিয়ে আমি ঘর করতে পারলাম না। (চক্ষু মুছিলেন)...... তুমি আমার ওপরে মন ভারী করো না বাবা।

উপেন্দ্র

না, না, ওকি বলছেন। আপনাকে কি আমি জানি নে। মিনি যে মা বলতে অজ্ঞান হ'ত। ওর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আপনার মত শাশুড়ী পেয়েও ওর আজ এই দশা। আপনার আমি কোন দোষ দিচ্ছি নে।

জাহ্নবী

এ কথা কি তুমি মন থেকে বলছ ?

উপেন্দ্র

মন থেকে বই কি। আপনি আপনার কর্ত্তব্য করেছেন। একজনের জন্য একটা সংসার কথনও ছারখার হতে দেওয়া উচিত নয়। আর এতে যে কষ্ট পাবে সে তো এখন সুখদুঃখ-বোধের বাইরে চ'লে গেছে।

জাহ্নবী

তাহ'লে আজ তুমি থাকবে ?

উপেন্দ্র

(একটু চুপ করিয়া) দেখুন, বুদ্ধি দিয়ে কথাটা বুঝলেও মনকে তো আঘাত থেকে বাঁচানো যায় না। নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দেখাটা……

জাহ্নবী

না, না, তা কেন ? সুধাব সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে না! তুমি বাড়িতেই থেকো। তুমি থাকলে আমি অনেক ভরসা পাবো। আজ পাগলামীটে বড্ড বেড়েছে। সুধা তো ওর দুচক্ষের বিষ—আমি কাছে গেলেও ভারী রাগ করে। যদি তেমন কিছু হয়ে ওঠে তোমাকে দেখলে হয় ত শান্ত হবে।……এর পরেও যদি তুমি চ'লে যাও বাবা, তাহ'লে বুঝব যে, আমাদের ওপরে রাগ ক'রেই তুমি চ'লে গেলে।

উপেন্দ্র

এ কথার পর আর কি বলব! আচ্ছা বেশ, আমি থাকলেই যদি আপনি খুশী হন তাহ'লে আমি থাকব। কিন্তু কালকে যেন আর আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

জাহ্নবী

আচ্ছা, কালকেই তুমি যেয়ো। শুধু আজকের দিনটা·· ···

[বামার প্রবেশ]

বামা

মা, ওপরে আসবেন তো একবার। মাসীমা ডাকছেন।

জাহ্নবী

যাই······তোমরা একটু বস বাবা, আমি আসছি।······বড় খুশী করেছ আমাকে। তোমার কথা শুনে আমার মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। আশীর্ব্বাদ করি, বাবা, চিরজীবী হয়ে থাকো।

[বামা ও জাহ্নবীর প্রস্থান]

সুধাংশু

তুমি আমাকে না জানি কি ভাবছ, উপেন-দা।

উপেন

পাগল! কি আবার ভাব্‌ব।

সুধাংশু

না, না, তোমার মুখ দেখেই আমি বেশ বুঝতে পারছি।···দেখ, মা'র বয়েস হয়েছে। আর কতদিন তিনি এই সংসারের ভার টানবেন। মা'র জন্মেই···

উপেন

(ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা, মা'র জন্মেই···

সুধাংশু

না না, আমার নিজের জন্যেও বটে। তোমার কাছে আর বলতে কি। কিন্তু একটু বুঝে দেখ তো ভাই, সেটাই বা এমন কি দোষের ?

উপেন

আমার মতামতের জন্যে তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্চ কেন ?

সুধাংশু

তোমার সহানুভূতি পেলে আমার বিবেকের কাছে তবু অনেকটা শাস্তি পাব। একটু দরদ দিয়ে বুঝে দেখ ভাই—এ রকম মরুভূমি সামনে ক'রে দীর্ঘ জীবন কি কেউ কাটাতে পারে! সংসারের সুখ, গৃহের শান্তি, সন্তানের স্নেহ, এ সবের মূল্য যে কতখানি, যা'র হারায় নি, সে বুঝবে না। আমার তো সে সবই হয়েছিল—নির্মম বিধাতা আমার সে সোনার সংসার পুড়িয়ে শ্মশান ক'রে দিল। এখন এই শ্মশান আঁকড়ে চিরজীবন বসে থাকতে যোগী বা সন্ন্যাসী হয় ত পারে, কিন্তু সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সে কি সম্ভব ?

উপেন্দ্র

সে তো ঠিক কথা।

সুধাংশু

না, তুমি মুখেই শুধু বলছ, মন থেকে বলছ না।

উপেন্দ্র

তাহ'লে তোমাকে সত্যি কথাই বলি সুধা। সত্যিই আমার মন এতে সায় দিচ্ছে না। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি নে যে, এই ব্যবস্থাই ঠিক।…তবে এ কথাও বলি, নইলে তোমার ওপর অবিচার করা হবে—যে, তোমার অবস্থাটা আমি হয়ত ঠিক প্রাণ দিয়ে অনুভব

করতে পারছিনে। তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমিও যে ঠিক তোমার মত আচরণ করতাম না, একথা কে বলতে পারে ?

সুধাংশু

দেখ, চেষ্টার তো আমি কোন ত্রুটি করি নি। আজ দু-বচ্ছর ধ'রে কত রকম চিকিৎসাই তো হ'ল। তুমিও তো অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছ। শেষটায় ডাক্তার বললে যে, এ জীবনে আর সারবার আশা নেই।

উপেন্দ্র

যাক, সে সব কথা আর কেন ?

সুধাংশু

কেবল সেবার দিল্লীতে তোমার কাছে সেই একবার মাত্র জ্ঞান হয়েছিল। তাও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

উপেন্দ্র

ও সব কথা এখন থাক সুধা। আজকের দিনটায় ও-সব ভুলে মনে একটু আনন্দ আনবার চেষ্টা কর।···তোমার ভাবী পত্নীর কথা আমাকে সব বল দেখি।

সুধাংশু

তার কথা আর বলবার কি আছে ?

উপেন্দ্র

বলবার নেই, বল কি ? আমার তো এখনও কিছুই শোনা হয় নি। ভুলে যেয়ো না যে, আমি টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি। তুমি তো চুপি চুপি সব কাজ সেরে নিতে যাচ্ছিলে—আগে তো কিছু জানতে দাও নি।

সুধাংশু

না না, চুপি চুপি আর কি ? হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল কি-না।

উপেন্দ্র

শুনেছি না-কি তিনি খুব বিদুষী।

সুধাংশু

হ্যাঁ···না, খুব বিদুষী আর কি। ডায়োসেশানে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়েন। কিন্তু খুব প্রখর বুদ্ধি, এক একটা কঠিন বিষয়েও তাঁর মতামত শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

উপেন্দ্র

তোমার কি তাঁর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে না কি।

সুধাংশু

হ্যাঁ। ওঁর বাবা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, তা তো শুনেছ। একটা রিসার্চ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে প্রায়ই সেখানে যেতাম। সেই সূত্রেই আলাপ।

উপেন্দ্র

ও। তাহ'লে দেখছি দস্তুরমত 'লাভ-ম্যারেজ' !

সুধাংশু

দূর ! 'লাভ-ম্যারেজ' আবার কিসের ! বুড়ো বয়সে আবার 'লাভ' !

উপেন্দ্র

সম্বন্ধটা তবে ঘটল কি ক'রে ?

সুধাংশু

মা'র কাছে আমি মাঝে মাঝে নমিতার কথা বলতাম কি-না। তাই শুনে মা জেদ ধরলেন, ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

উপেন্দ্র

ওর বাবা রাজী হলেন ?

সুধাংশু

প্রথমটা রাজী হন নি। তারপর যখন শুনলেন যে, কলকাতার সব ডাক্তাররা মত দিয়েছেন যে, এর এ অসুখ সারবার নয়, তখন রাজী হয়েছেন।

উপেন্দ্র

আর তাঁর মেয়ে ?

সুধাংশু

(ঈষৎ হাসিয়া) তাঁর দিক থেকে কোন আপত্তি ওঠে নি।

উপেন্দ্র

তবু বলছ 'লাভ-ম্যারেজ' নয়! বেশ বেশ শুনে খুব খুশী হ'লাম। প্রার্থনা করি, তুমি নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ ক'রে সুখী হও।...এ যাত্রায় তো আর হ'ল না। শিগ্‌গীরই সুবিধে মত একদিন এসে আমি মিনিকে নিয়ে যাব।

সুধাংশু

কেন ?

উপেন্দ্র

আর এখানে শুধু শুধু থেকে কি হবে ? চিকিৎসা যতদূর হবার ত। তো হয়েছে। এখন থেকে ও আমার কাছেই থাকবে। তবে তোমার ঐ বামাকে আমার চাই—বামা নইলে ওকে রাখা মুস্কিল।

সুধাংশু

না না, তা কি হয়! কিছু দিনের জন্যে হয় তো তুমি মিনিকে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমার এখানেই ও থাকবে।

উপেন্দ্র

তুমি না হয় এ কথা বলছ, কিন্তু যিনি আসছেন তিনি কি তাতে রাজী হবেন ?

সুধাংশু

তুমি তাঁকে জান না তাই বলছ। অমন উঁচু মন কারো হয় না। তা নইলে কি আর আমি…। সে বলে, এখানে এলে তার একটা প্রধান কাজ হবে ওর সেবাশুশ্রূষা করা।

উপেন্দ্র

(উদাসীন ভাবে) সে তো বেশ ভাল কথা।

সুধাংশু

আমরা ঠিক করেছি আমরা দুজনে মিলে ওর শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা-কিছু করা সম্ভব, কোন বিষয়ে ত্রুটি রাখব না। কোন অযত্ন হ'তে দেব না।

উপেন্দ্র

(বিষণ্ণ হাস্যে) দেখ সুধা, আমার চেয়ে বয়েস তোমার বিশেষ কম নয়। সংসারে দেখেছ-শুনেছও ঢের। এ-সব বড় বড় সঙ্কল্পের কথা কার্য্যক্ষেত্রে নামলে ক'দিন ঠিক থাকে তা কি জান না ?

সুধাংশু

আমাদের তুমি সাধারণ দশজনের মত মনে করো না উপেন-দা। আমাদের সঙ্কল্প ঠিক থাকে কি-না সে তুমি দেখে নিয়ো।

উপেন্দ্র

আচ্ছা বেশ, ও না হয় তোমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু যখনি তোমাদের মনে হবে যে, এ বোঝা আর বইতে পারছ না, তখনি

আমাকে খবর দিয়ো ; কোন সঙ্কোচ করো না। এ কথা আমি সন্তুষ্ট মনেই তোমাকে জানিয়ে রাখছি।

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী

সুধা, উপেনকে নিয়ে নীচের বৈঠকখানায় বস্ গে যা। এ ঘরে মেয়েরা সব আসবেন। আমি উপেনের জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

উপেন্দ্র

না না, এখন আর জলখাবার নয়। অবেলায় খেয়ে একটুও খিদে নেই।

জাহ্নবী

বেশী কিছু নয়। একটু চা তো খাবে ?

উপেন্দ্র

তাহ'লে ঐ এক কাপ চা-ই শুধু। আর কিছু নয়।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় মাঝের দরজা দিয়া মালতী আসিল—উপেন্দ্রকে দেখিয়াই সে লজ্জায় আবার তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বয়স আঠার-উনিশ—হাসিখুশী, চঞ্চল মেয়েটি। সামান্য কারণে হাসিয়া গলিয়া পড়ে—সামান্য দুঃখে চোখ ছলছল করিয়া আসে। বিবাহ উপলক্ষ্যে একটু সাজগোজ করিয়া আসিয়াছে। হাতে প্রকাণ্ড একছড়া মালা ও ফুলের তোড়া—অন্য হাতে দোকানের নাম-ছাপা একটা কাপড়ের প্যাকেট]

সুধাংশু

মালতী, যাস্ নে আয়। আমরা চলে যাচ্ছি।

[বামদিকের দরজা দিয়া সুধাংশু ও উপেন্দ্রের প্রস্থান। মালতী পর্দা ঈষৎ সরাইয়া তাহাদের দেখিতে লাগিল। তাহারা চলিয়া গেলে ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

মালতী

মা, দেখ দেখি মালাটা—খুব সুন্দর হয় নি ? আমি নিজে দোকানে ব'সে ফুল বেছে বেছে তৈরী করিয়েছি।

জাহ্নবী

হ্যাঁ বেশ হয়েছে। তোর দেওর কেমন আছে আজ ?

মালতী

কালকের চেয়ে আজ একটু ভালই আছে।

জাহ্নবী

তবে আসতে এত দেরী করলি যে ? আমি সাত-পাঁচ ভেবে মরি।

মালতী

বাড়ি থেকে চারটের আগেই বেরিয়েছিলাম, মা। তারপর মার্কেট থেকে এই মালাটা আর কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বৌভাতের জন্যে একখানা শাড়ী কিনতে কিনতে দেরী হয়ে গেল। আরও এক জায়গায় গিয়েছিলাম, তার কথা এখন বলব না।

জাহ্নবী

(ঈষৎ হাসিয়া) আচ্ছা, তা না বললি। তুই এলি কার সঙ্গে ? জামাই আসে নি ?

মালতী

আসে নি তো কি। নইলে আর কারো সঙ্গে কি এত দূর ঘোরা যায় !

জাহ্নবী

ওমা, তা এতক্ষণও বলিস্ নি ! কি ভাবছে বল তো ! যাই আমি দেখে আসি গে।

মালতী

কি আবার ভাববে ! দাদাই তো গিয়েছেন।

[মেনকা, মেনকার মা, মিত্রদের বড়বৌ ও ছোটবৌ এবং সরোজিনী আসিলেন। জাহ্নবী সমাদর করিয়া সকলকে ফরাসে বসাইলেন। মালতী মেনকাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া একপাশে সোফার উপর বসিল ও দুইজনে হাসিগল্প চলিতে লাগিল। মেনকা অবিবাহিতা, কলেজে-পড়া মেয়ে। মালতীর সমবয়সী, গম্ভীরপ্রকৃতি ও তেজস্বিনী। দু-চারিটি কুশলপ্রশ্নের পর জাহ্নবী বলিলেন]

জাহ্নবী

সরোজ, তুমি একটু এঁদের কাছে থাকো। জামাই এসেছে, আমি একবার দেখে আসি।

মালতী

(উঠিয়া) বৌদি কোন্ ঘরে আছে মা ?

জাহ্নবী

নীচের সেই ঘরটাতেই।

মালতী

একটু দেখে আসি গে। মেনকা, আয় না ভাই, আমার একলা যেতে ভয় করে।

[জাহ্নবী, মালতী ও মেনকার প্রস্থান। নীচ হইতে পাগলের চীৎকার শোনা গেল—"গেল, গেল, স—ব গেল। যমে নিলে কি কিছু থাকে ?"]

বড়বৌ

ঐ বুঝি সেই পাগলী বৌটা ?

মেনকার মা

হ্যাঁ।

বড়বৌ

আহা এমন দশা কত দিন হ'ল হয়েছে ?

মেনকার মা

বছর দুই।

ছোটবৌ

চিকিৎসা করায় নি ?

মেনকার মা

করায় নি আবার ? কোন চিকিৎসা বাকী রাখে নি। সব হার মেনে গিয়েছে।

[আবার চীৎকার—"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, এমনি ক'রে আমাকে কাটবি তোরা? অ্যাঁ ?"]

মেনকার মা

আজকে কিছু বাড়াবাড়ি বোধ হচ্ছে।

ছোটবৌ

আহা, ওর অন্তরাত্মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আজকে ওর কি সর্ব্বনাশ হচ্চে।

বড়বে

পেটে যদি একটা হ'ত তাহ'লে বোধ হয় এমন ক'রে ফেলে দিতে পারত না।

সরোজিনী

পেটে তো একটা হয়েছিলই—অভাগীর কপালে যে তাও টিকলো না। যেমন বরাত ক'রে সংসারে এসেছিল !

বড়বৌ

তাই না কি ? কি ছেলে হয়েছিল ?

সরোজিনী

বেটা ছেলে। বিয়ের পর বছর-চারেক যায়—ছেলে হবেই না, হবেই

না। কত রকম ওষুধবিষুধ তাগা-তাবিজ ক'রে তো ঐ ছেলে হ'ল। ছেলে না শত্তুর। ছেলে হয়ে অবধিই মাথাটা একটু খারাপ খারাপ। মায়ের অযত্নে ছেলেটাও ভুগে ভুগে তিন মাসের হয়ে মারা গেল। তার পর থেকেই ঘোর উন্মাদ।

[মালতী ও মেনকার প্রবেশ। মেনকা বিবর্ণ, গম্ভীর মুখে পূর্ব্বের সোফায় গিয়া বসিল। মালতী চোখ মুছিতে মুছিতে সরোজিনীর কাছে গেল]

মালতী

জান মাসীমা, বৌদি আজ আমাকে চিনতে পেরেছে। আমাকে দেখেই বলছে, "কি লো ঠাকুরঝি, এত বাহার দিয়েছিস্ যে? বিয়ে করতে যাবি?"

সরোজিনী

তাই না কি?

মালতী

হ্যাঁ, এইটুকু কথাও ও আমার সঙ্গে কত দিন যে বলে নি। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) আজ আমার আগের কথা সব মনে পড়ছে মাসীমা। আমাকে কী ভালই যে বাসত!

[তাহার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল]

সরোজিনী

ছি, মা। আজ শুভদিনে চোখের জল ফেলতে নেই। কার জন্যে তুই কষ্ট করিস্। সে মানুষ কি আর আছে?...চল্, ওপরে যাই। কাজকর্ম্ম এখনও ঢের বাকী আছে।

[মালতীকে লইয়া সরোজিনী চলিয়া গেলেন। আবার চীৎকার শোনা গেল, "মা, ওমা, মাগো, মা, ওমা, মা, মাগো, মা"]

বড়বৌ

আমার বৌদির পিসতুতো বোনের ঠিক এই রকমটি হয়েছিল। কাঞ্চনতলার ভৈরব-মন্দিরের মাতুলি নিয়ে এখন একেবারে সেরে গিয়েছে। এরও তাই ক'রে দেখলে হয় না ?

মেনকার মা

মাতুলিতে তো সবার বিশ্বাস নেই মা।

ছোটবৌ

মাতুলি না হোক, কোন টোটকা ওষুধ ? আমি একজনের কথা জানি। পাটনা থেকে কি একটা ওষুধ এনে খাওয়ানোতে সে ভাল হয়ে গিয়েছে।

মেনকার মা

আচ্ছা, ব'লে দেখব।

[মেনকা তীব্র নৈরাশ্যের স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল]

মেনকা

আর ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে কি হবে মা ?

মেনকার মা

কেন ?

মেনকা

ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যা দেখবে, তার চাইতে ওর পাগল হয়ে থাকাই ভাল নয় কি ?

মেনকার মা

সে তো ঠিক কথা মা। তবু, পাগল। ভাবতেই যে কি রকম লাগে !

মেনকা

যদি কোন দিন ওর জ্ঞান ফিরে আসে, তাহ'লে স্বামীর এই কাজ দেখে সেই মুহূর্ত্তেই ও আবার পাগল হয়ে যাবে না ?

বড়বৌ

স্বামীর আর দোষ কি ? মানুষ কি কখনও……

মেনকা

'মানুষ' ব'লে কি বলছ বৌদি ! বল 'পুরুষ-মানুষ'। এ অবস্থায় মেয়ে-মানুষ কি কখনও এই রকম আচরণ করতে পারতো ?

বড়বৌ

আচ্ছা হ'ল 'পুরুষ মানুষ'। পুরুষ-মানুষকে সংসারধর্ম্ম করতে হবে, বংশরক্ষা কর্ত্তে হবে,—

মেনকা

আর 'ভালবাসা' 'একনিষ্ঠতা' 'স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য' এগুলো কি সব কথার কথা ! এত দিন যার সঙ্গে একপ্রাণ একমন হয়ে ঘর করেছিল, আজ একটু মায়াও হয় না তার ওপরে ?

মেনকার মা

মেনকা, হয়েছে, থাম্। আর এ-সব কথায় কাজ নেই।

মেনকা

না মা, আমার ভারী অসহ্য ঠেকছে। আসবার সময় অতটা ভেবে দেখি নি। এখন চোখে দেখে আমার মনটা যে কেমন ক'রে উঠছে তা আমি বলতেই পারছি নে। এদিকে এই পাগলের বুকফাটা কান্না আর ওদিকে তার স্বামীর বিয়ের আয়োজন ! আমার আর এক মুহূর্ত্তও এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

ছোটবৌ

তোমার কথা আমি মানি ভাই। তুমি যেমন বলছ—ঐ পাগল স্ত্রীকে নিয়েই চিরজীবন কাটিয়ে দেওয়া—সেইটেই নিশ্চয় আদর্শ লোকের কাজ। কিন্তু সে আদর্শ মেনে চলতে পারে কয়জন ভাই ?

মেনকা

ইনি না উচ্চশিক্ষিত ! সমাজে দশ জনের এক জন ! আদর্শ বললেও বেশি বলা হয় না। তবে এঁর এ আদর্শচ্যুতিকে সবাই কেন নিন্দে করছে না ? কেন সবাই মেনে নিচ্ছে যে, যা হচ্চে এ-ই ঠিক এবং স্বাভাবিক ?

মেনকার মা

আঃ মেনকা, চুপ কর বলছি।

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী

এবার তোমাদের আসতে হবে মা।

ছোটবৌ

আচ্ছা, আপনার এ বৌ যদি সেরে ওঠে তাহ'লে কি হবে ?

জাহ্নবী

আহা, ভগবান যদি সেই দয়াই করেন, তাহ'লে দুজনে মিলে-মিশেই ঘরকন্না করবে। কিন্তু সে আশা আর নেই মা। ডাক্তারেরা বলেছে এ রোগ জীবনে সারবার নয়।

মেনকা

ডাক্তারেরা তো সবই জানে !

মেনকার মা

আঃ মেনকা !

জাহ্নবী

সে কথা ঠিক মা। ডাক্তারদের কি আর ভুল হয় না? এক ভগবান ছাড়া আর সর্ব্বজ্ঞ কে আছে? তবু দেখ সাংসারিক-হিসাবে কাজ করতে গেলে ডাক্তারদের কথা মেনেই তো চলতে হয়।

মেনকা

তবে যে শুনেছিলাম অনেক দিন আগে একবার জ্ঞান হয়েছিল।

জাহ্নবী

হ্যাঁ, কিন্তু সে মোটে কয়েক ঘণ্টা ছিল। ডাক্তাররা তাও বলেছে—কালেভদ্রে হয় ত অল্প সময়ের জন্যে জ্ঞান হ'তে পারে, কিন্তু একেবারে সাববে না কিছুতেই।······আর দেরী কবো না মা তোমরা, সময় হয়ে এসেছে।

[ডানদিকের দরজা দিয়া সকলের প্রস্থান। মেনকা সকলের শেষে যাইতেছিল, এমন সময় বাঁ-দিকের দরজা দিয়া মালতী চুপি চুপি আসিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া রাখিল ও তারপব একপাশে লইয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—]

মালতী

আমার বরকে যে দেখতে চেয়েছিলি, দেখবি?

মেনকা

কোথায়?

মালতী

বাইরের ঘরে বসে আছে। পাশের কুঠুরীর দরজার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পাব এখন।

মেনকা

না ভাই, বাড়িতে সব লোকজন। কেউ দেখতে পেলে কি মনে করবে?

মালতী

কেউ দেখতে পাবে না, ভয় নেই। সবাই ছাতে চলে গিয়েছে।

মেনকা

না ভাই, আজ ভাল লাগছে না। আজকে থাক।

মালতী

ও, এখন বুঝি নিজের বরের ভাবনা ভাবছিস—তাই অন্যের বর দেখতে ভাল লাগছে না!

মেনকা

দূর! আমি বিয়েই করব না, তার আবার বরের ভাবনা।

মালতী

ঈস, বিয়েই করবে না!

মেনকা

নিশ্চয়ই না। দেখিস তুই। আমি লেখাপড়া শিখে নিজের মত রোজগার ক'রে স্বাধীনভাবে থাকব।

মালতী

ঈস, দেখা যাবে লো দেখা যাবে। মনের মতন মানুষ পেলে এ সঙ্কল্প ক'দিন ঠিক থাকবে?

মেনকা

(বিষণ্ন স্বরে) মনের মতন মানুষ ক'দিন মনের মতন থাকে ভাই? সংসারের ভাবগতিক দেখে বিয়ের ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে।

মালতী

তুই কথায় কথায় অমন গম্ভীর হয়ে যাস্ কেন বল্ তো ভাই?

মেনকা

না না, গম্ভীর আবার কোথায়?

মালতী

তুই বোধ হয় দাদার কথা ভেবে এ কথা বলছিস্। কিন্তু দাদা তো ভাই বিয়ে করতে চায়ই নি। বৌদির এ অবস্থা হবার পর থেকে কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল কিন্তু দাদা রাজী হয় নি। শেষটায় মা যখন কিছুতেই ছাড়লেন না……

মেনকা

না না, ও কথা আমি এমনিই বলেছি। চল্, ওপরে যাই।

মালতী

না ভাই, এখন ওপরে যাব না, কত দিন পর তোর সঙ্গে দেখা, আয় না একটু গল্প করি।

মেনকা

গল্প আর কি করব! তুই একটা গান কর না—অনেক দিন তোর গান শুনি নি।

মালতী

ওদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি যে। শুনতে পেলে কি বলবে!

মেনকা

তাহ'লে থাক, কাজ নেই। গল্পই করা যাক। তোর নতুন বৌদি দেখতে কেমন বল্।

মালতী

বেশ সুন্দর। তবে এ-বৌদির মত নয়।

মেনকা

তুই দেখেছিস্?

মালতী

না, তবে ফটো দেখেছি, ভালই।

মেনকা

কই ফটো ? আছে এখানে ?

মালতী

কি জানি, দাদা কোথায় রেখেছে। আচ্ছা, খুঁজে দেখছি।

[মালতী দেরাজগুলি টানিয়া খুলিতে খুলিতে একটার মধ্যে ফটো পাওয়া গেল]

এই যে পেয়েছি।

[আনিয়া মেনকার হাতে দিল। মেনকা নিবিষ্টভাবে দেখিতে লাগিল।]

মেনকা

চেহারাটা তো ভালই বোধ হচ্চে। তবে ফটোতে অবিশ্যি ঠিক বোঝা যায় না।

মালতী

চেহারা যেমনই হোক, দাদা বলেন যে, ওর মনটা ভারী ভাল। আর খুব বুদ্ধি। চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল দেখেছিস্ ? ঠিক তোর মত।

মেনকা

আর আঙ্গুলগুলো দেখেছিস্, যেন চাঁপার কলি। ঠিক তোর মত।

মালতী

(আঙ্গুল দিয়া মেনকার গালে আঘাত করিল) ঈস্, আর নিজের আঙ্গুলগুলো যেন কিছু নয়।

মেনকা

(আবার ফটো দেখিতে দেখিতে) তাহ'লে দেখছি শুধু মায়ের অনুরোধই তোর দাদার রাজী হবার সবটা কারণ নয়।

['মালতী,' 'মালতী', বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে জাহ্নবী আসিলেন]

জাহ্নবী

ওমা, তুই এখানে? যা ওপরে, সবাই তোদের জন্যে বসে আছে। মিত্তিরদের ছোটবৌয়ের সঙ্গে তুই না জোড়-এয়ো হবি বলেছিলি।

মালতী

হ্যাঁ, এই যে যাই মা। আয় মেনকা।

মেনকা

তুই যা, আমি পরে যচ্চি।

[মালতী চলিয়া গেল। মেনকা বসিয়া আছে দেখিয়া জাহ্নবী বলিলেন]

জাহ্নবী

তুমি যাও মা, সুধাকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে এখনি এ ঘরে আসবে।

মেনকা

হ্যাঁ যাই, কিন্তু আমি আর ওপরে যাব না জ্যাঠাইমা। আমার বড্ড মাথা ধরেছে—আমি বাড়ি চললুম।

[ফটোখানি সোফার একপাশে রাখিল]

জাহ্নবী

মাথা ধরেছে? গরমে বোধ হয়। তাহ'লে এখন আর গিয়ে কাজ নেই। তুমি আমার ঘরে গিয়ে শোও গে। মালতীকে ডেকে দিচ্ছি, একটু মাথায় বাতাস দিক।

মেনকা

না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। ও বিশেষ কিছু নয়। এইটুকু রাস্তা অনায়াসেই চলে যেতে পারব।

জাহ্নবী

তাহ'লে মালতীকে একটু ব'লে যেয়ো। নইলে সে দুঃখিত হবে।

মেনকা

আপনিই বলবেন জ্যাঠাইমা। আমি বলতে গেলে সে আর আমাকে ছাড়তে চাইবে না।

[মেনকার মনের ভাব বুঝিয়া একটু আঘাত পাইলেন—মৃদুস্বরে বলিলেন]

জাহ্নবী

আচ্ছা।

মেনকা

আমি আসি তাহ'লে। মা'কেও বলবেন।

[মেনকা বাঁ-দিকের দরজার দিকে যাইতেছিল এমন সময় সেই দরজা দিয়া সুধাংশু প্রবেশ করিল। মেনকা ফিরিয়া মাঝের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সুধাংশু দরজার কাছে একটু দাঁড়াইয়া মেনকা চলিয়া গেলে পর ভিতরে আসিল]

সুধাংশু

আমাকে ডেকেছ মা?

জাহ্নবী

হ্যাঁ, এইবার তৈরি হয়ে নাও। একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়তে হবে। স্ত্রী-আচার-টি-আচার সব আছে তো।

সুধাংশু

আচ্ছা।

জাহ্নবী

তোর সঙ্গে যে যে যাবে তারা এসেছে?

সুধাংশু

বেশী* তো কেউ নয়। জন-তিনেক বন্ধু। তাদের আরও আধ ঘণ্টাটাক পর আসতে বলেছি। আর সতীশ যখন এসে পড়েছে তখন সেও যাবে। ওর ভাই তো আজকে ভালই আছে।

জাহ্নবী

গাড়ী আনা হয়েছে ?

সুধাংশু

এত আগেই কেন ? বেরোবার একটু আগে মোড় থেকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনলেই হবে।

জাহ্নবী

আজ রাত্তিরে তো তোর ফেরা হবে না। তা তুই কিছু ভাবিস্ নে। সরোজকে বলেছি, সে রাত্তিরটা এখানেই থাকবে। আর উপেনও তো রইল।

সুধাংশু

মেয়েরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের একটু জল খাইয়ে দেবে তো ?

জাহ্নবী

হ্যাঁ, তা দেবো বই কি। সে-সব ব্যবস্থা আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

[চলিয়া যাইতেছিলেন—সুধাংশু ডাকিল]

সুধাংশু

মা,···ও এখন কি করছে মা ? অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ পাই নি যেন।

জাহ্নবী

হ্যাঁ, তাই আমি দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধাংশু

ঘুমিয়ে পড়েছে ?···বল কি ! এ সময়ে তো ও কক্ষনো ঘুমোয় না।

জাহ্নবী

এ সময় কেন, কোন সময়ই ও এমন শান্তভাবে ঘুমোয় না। ঘুমিয়ে

ঘুমিয়ে তো বিড়-বিড় ক'রে বকে আর মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে। কিন্তু এখন গিয়ে দেখি, অঘোরে ঘুমুচ্ছে—যেন সে মানুষই নয়।

সুধাংশু

ভগবান রক্ষে করেছেন।

জাহ্নবী

হ্যাঁ, আমার ভারী ভয় ছিল, আজ শুভকাজের সময় না-জানি কি ক'রে বসে। ভগবানের দয়া।

সুধাংশু

আজ না-কি কিচ্ছু খাওয়া হয় নি ?

জাহ্নবী

নাঃ, আজ সারাদিনের মধ্যে একটি দানাও পেটে যায় নি। তার ওপর ঐ রকম চীৎকার—তাই বোধ হয় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন ভগবানের দয়ায় আর একটুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে তাহ'লেই মঙ্গল।

সুধাংশু

আচ্ছা মা, তুমি যাও, আমি আস্‌ছি।

জাহ্নবী

বেশী দেরী করিস্‌নে যেন।

[সুধাংশু বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল। জাহ্নবী বাহিরে যাইতেছেন এমন সময় বামা আসিল]

বামা

মা, সরকার-মশাই বললেন, ময়রার দোকান থেকে মিষ্টিগুলো এসেছে।

জাহ্নবী

আচ্ছা, ভাঁড়ার-ঘরে রেখে দিগে যা।

বামা

তাহ'লে ভাঁড়ারের চাবীটে দিন।

জাহ্নবী

(আঁচল খুঁজিয়া) ও, চাবী তো তোরই কাছে।

বামা

(নিজের আঁচল দেখিয়া) ওমা, তাই তো।

(প্রস্থানোদ্যত)

জাহ্নবী

সব ভাল ক'রে ঢেকে রাখিস্, বুঝলি ?

বামা

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে আর আমাকে বলতে হবে না।

[বামা চলিয়া গেল। মালতী ঘরে আসিয়া সরোজিনীর আনা আলপনা দেওয়া পিঁড়িখানি লইয়া যাইবে এমন সময় দেয়ালে একখানি ছবির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল]

মালতী

মা, দাদা-বৌদির এ ছবিখানা তুলে রাখি ?

জাহ্নবী

(একটু ভাবিয়া) রাখ।

[মালতী পিঁড়ি রাখিল। ছবিখানি খুলিয়া লইয়া দেরাজে রাখিতে যাইবে এমন সময় জাহ্নবী বলিয়া উঠিলেন]

না না, তুলে রেখে কাজ নেই। ও যেমন ছিল তেমনিই থাক।

[মালতী ছবিটি আবার দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিল। উভয়ের প্রস্থান।...ধীরে ধীরে ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।...নীচের তলার বাহিরের দিক হইতে শানাই বাজিয়া উঠিল।...মালতী ঘরে আসিয়া অন্ধকার দেখিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল ও ঘর হইতে টোপর ইত্যাদি বিবাহের আনুষঙ্গিক কয়েকটি জিনিষ লইয়া গেল।...শানাই

অল্পক্ষণ বাজিবার পর সুধাংশু অর্দ্ধপরিহিত সজ্জায় বাঁ-দিকের ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া ডানদিকের গোল বারান্দায় গেল ও চীৎকার করিয়া বলিল]

সুধাংশু

এই···বন্ধ কর, বন্ধ কর···এখনি বন্ধ কর।

[শানাই থামিয়া গেল—সুধাংশু ঘরে আসিল]

(ডাকিয়া) মা, মা।

[মালতীর প্রবেশ]

মালতী

মাকে ডাকছ কেন দাদা? মা ওপরে।

সুধাংশু

ঐ শানাইওয়ালাদের আনিয়েছে কে রে?

মালতী

আমি আনিয়েছি। আসবার সময় ওদের আড্ডায় খবর দিয়ে এসেছিলাম।

সুধাংশু

এ কথা আগে বলিস্ নি কেন?

মালতী

(হাসিয়া) হঠাৎ বাজনা শুনিয়ে সবাইকে আশ্চর্য্য ক'রে দেব, সেই জন্যে বলি নি।

সুধাংশু

বেশ করেছিলে! এখন যাও, এখনি ওদের বিদেয় ক'রে এস।

মালতী

সে কি দাদা?

সুধাংশু

(সরোষে) তোর যত বয়েস হচ্ছে তত বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাচ্ছে। দিন-দিন বড় হচ্ছিস্, না ছোট হচ্ছিস ? যা শীগ্গির ওদের বিদেয় কর্গে যা।

[মালতী অভিমানে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

শুনতে পাচ্ছিস্, যা শীগ্গির (মালতী তবু নড়ে না)......(একটু নরম সুরে) যা লক্ষ্মীটি, যা বল্লুম, কর্ গে।... ...রাগ করিস্ নে বোন্, হঠাৎ কেমন রাগটা হয়ে পড়ল। কিছু মনে করিস্ নে।......তোর আর কি দোষ, তুই তো ভাল ভেবেই করেছিলি। দোষ তোর বুদ্ধির।

মালতী

(রাগিয়া) দোষ আমার বুদ্ধির ! কি আমার বুদ্ধির দোষ শুনি ? লোকের বিয়েতে বাজনা বাজে না ?

সুধাংশু

ওরে, লোকের বিয়ে আর আমার বিয়েতে অনেক তফাৎ।

মালতী

তফাৎ আবার কি ? বিয়ে বিয়েই। হিন্দুর বিয়ে বাজনা ছাড়া হয় ?

সুধাংশু

আচ্ছা বেশ, ঐ তো বাজনা হ'ল, এখন ওদের বিদেয় কর্গে ভাই লক্ষ্মীটি।......দেখ, আর কিছু না-হোক, ও সারাদিনের পর একটু ঘুমিয়েছে, জানিস্ তো। এখন যদি বাজনার শব্দে জেগে ওঠে তাহ'লে কি মুস্কিল হবে বল্ তো।

মালতী

আচ্ছা বেশ। আমি ওদের এখন বন্ধ রাখতে বলছি। কেবল বর বেরুবার সময় একবার বাজাবে।

সুধাংশু

ওরে না না, ওদের একেবারে যেতে বল। নইলে—

মালতী

আচ্ছা, আচ্ছা, তাই বলছি গিয়ে।

(গলার স্বরে বোঝা গেল মিথ্যা কথা)

[মালতীর প্রস্থান। সুধাংশু কাপড়ের কোঁচা ঠিক করিয়া পরিল। জামার বোতাম লাগানো, চাদর গায়ে দেওয়া ইত্যাদি সজ্জা সমাপ্ত করিল। তারপর ডান-দিকের আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় চিরুণী চালাইতে লাগিল।

পিছনে বাঁ-দিকের পর্দা সরাইয়া মৃণালিনী ঘরে আসিল। বয়স বাইশ-তেইশ, রোগা শরীর—একখানা আধ-ময়লা মিলের শাড়ী পরিয়া আছে। মাথার চুল এলোমেলো—আর কোন অস্বাভাবিকতা নাই। মৃণালিনী ঘরে ঢুকিয়া সহজভাবে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। টিপয়ের উপর, আলমারীর উপর, বইয়ের পিছনে দেখিয়া একটি দেরাজ টানিয়া খুলিল। শব্দে সুধাংশু চমকিয়া ফিরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া দুই পা পিছাইয়া একটু আড়ালে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেখানে কোন আড়াল নাই। আরও দু-একটা দেরাজ খুলিবার পর মৃণালিনী সুধাংশুকে দেখিতে পাইল—খুব সহজস্বরে বলিল]

মৃণালিনী

ওগো, আমার চুলের ফিতে-কাঁটা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি দেখেছ?

[সুধাংশু মাথা নাড়িয়া জানাইল "না"। মৃণালিনীর খোঁজা চলিতে লাগিল]

তুমি তো বেশ মানুষ! আমি নীচের ঘরে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা আমাকে একবার ডেকেও দাও নি।

[সুধাংশু এইবার প্রকৃত অবস্থাটার যেন একটু আভাস পাইল। কিন্তু তাহাতে সে আরও বেশী স্তম্ভিত হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না]

মৃণালিনী

এই যে পেয়েছি।

[চুলের ফিতা-কাঁটা লইয়া সুধাংশুর কাছে আয়নার দিকে আগাইয়া আসিল]

……দেখ, আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি, ঘরের বাইরে থেকে কে শেকল লাগিয়ে দিয়েছে। তুমি নাকি ?

সুধাংশু

(কলের পুতুলের মত) হ্যাঁ।

মৃণালিনী

কেন ? আমাকে জব্দ করবে ভেবেছিলে ? এখন কে জব্দ হল ? (হাসি)…আমি কি ক'রে বেরিয়ে এলাম জান ?

সুধাংশু

(পূর্ব্ববৎ) না।

মৃণালিনী

কি বোকা ! ও-ঘরের শেকলটা যে ভেতর থেকে হাত গলিয়ে খোলা যায়, তা জানতে না ?……কেমন জব্দ !……সর, আমি চুলটা ফস্ ক'রে জড়িয়ে নিই। বেলা একেবারে গেছে, এখন আর বিনুনি-খোঁপা করবার সময় নেই। সব কাজ পড়ে আছে।

[সুধাংশু সরিয়া নিকটে সোফায় বসিয়া স্তম্ভিতভাবে দেখিতে লাগিল। তাহার চিন্তা করিবার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। মৃণালিনী আয়নার নিকটে গেল। আয়নায় মুখ দেখিয়া—]

মৃণালিনী

ওমা! আজ আমায় ধরেছে কিসে! চান করে উঠে সিঁথেয় একটু সিঁদুরও দিই নি!

[কৌটা বাহির করিয়া সিঁদুর পরিল। তারপর চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কথা বলিতে লাগিল]

দেখ, ঘুমের ঘোরে আবছায়ার মত একটা যেন শানায়ের বাজনা কানে আসছিল। তুমি শুনেছ?

সুধাংশু

হ্যাঁ।

মৃণালিনী

কাছে কোথাও বিয়ে-টিয়ে আছে বোধ হয়, তাই না?

সুধাংশু

তা হবে।

মৃণালিনী

সুরটা ভারী মিষ্টি। আমার ভারী সুন্দর লাগছিল। শুনতে শুনতে আমাদের বিয়ের দিনের কথা সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। আরও কত সুখের স্মৃতি যেন বাঁশীর সুরে ভেসে আসছিল।

...(হঠাৎ ফিরিয়া) আমার কথা শুনে তুমি হাসচ না কি?

সুধাংশু

না, কই! হাসব কেন?

মৃণালিনী

ভাবছ না তো যে বুড়ো বয়সে আবার এত কবিত্ব!

সুধাংশু

না, তা ভাবছি নে।

[মৃণালিনী আবার আয়নার দিকে ফিরিল। মালতী হঠাৎ ঘরে আসিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মৃণালিনীর অগোচরে সুধাংশু তাহাকে হাতের ইসারায় চলিয়া যাইতে বলিল। মালতী বাহিরে গিয়া পর্দার আড়াল হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল]

মৃণালিনী

তুমি আজ ভাল ক'রে কথা কইছ না কেন বল তো ?

সুধাংশু

না, কই ?

মৃণালিনী

হ্যাঁ, একটু যেন অন্যমনস্ক আছ।

সুধাংশু

কিসে বুঝলে ?

মৃণালিনী

নইলে এতক্ষণ তোমার কাছে খুব বকুনি খেতাম।

সুধাংশু

কেন ?

মৃণালিনী

তুমি ময়লা কাপড় পরা যে দেখতে পার না—আর আজ এত ময়লা কাপড় পরে আছি তা এতক্ষণ তোমার চোখে পড়ে নি।

সুধাংশু

(জোর করিয়া স্বাভাবিক ভাব আনিবার চেষ্টা করিল)

তাই তো বড্ড ময়লা কাপড় পরে আছ। খুব বকুনি খাবে তুমি।

মৃণালিনী

না গো, আর বকতে হবে না। চুলটা বাঁধা হয়ে গেলেই আমি কাপড় ছেড়ে ফেলব।

[চুল-বাঁধা শেষ করিয়া মৃণালিনী বাঁ-দিকের ঘরে গেল]

সুধাংশু

(উঠিয়া, নিম্নস্বরে ডাকিল) মালতী !

[মালতী পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে আসিল]

মালতী

(উদ্বেগের সহিত) কি হয়েছে দাদা ? বৌদি এখানে ? এর মানে কি ? বৌদি তোমাকে কি বলছিল ?

সুধাংশু

চুপ্......শীগগির মাকে ডেকে আন......না না এখন ডাকতে হবে না, আগে সব কথা বুঝে দেখি ।

মালতী

কি হয়েছে বল না, দাদা ? বৌদি কি আর পাগল নেই ?

সুধাংশু

হ্যাঁ, এখন তো পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি নে—এমন কি কখনও যে পাগল হয়েছিল তা পর্য্যন্ত ওর মনে নেই ।

মালতী

অ্যাঁ, বল কি দাদা ! তাহ'লে এখন কি হবে ?

সুধাংশু

ভগবান জানেন। তুই শীগগির যা। এখুনি হয় ত ও এসে পড়বে। মাকে সব কথা বলগে যা। কিন্তু সাবধান, আমি না ডাকলে যেন কেউ এ ঘরে না আসে।

[মালতী প্রস্থানোদ্যত]

আর দেখ, ডাক্তারবাবুকে আনতে এক্ষুনি লোক পাঠা। বাড়িতে

যদি না থাকেন, যেখানে থাকেন সেইখান থেকে নিয়ে আসবে। আনা চাই-ই, বুঝলি ?

[মালতীর প্রস্থান। সুধাংশু তাড়াতাড়ি আবার বসিয়া স্বাভাবিক ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একখানা ফর্সা শাড়ী পরিয়া মৃণালিনী প্রবেশ করিল]

মৃণালিনী

(হাসিতে হাসিতে) ওগো, তুমি এমন গোছালো হ'লে কবে থেকে ?

সুধাংশু

কেন ?

মৃণালিনী

গোছালো হও সে তো ভালই। কিন্তু একটু বুদ্ধিও কি থাকতে নেই! আমার আটপৌরে কাপড়গুলো পর্য্যন্ত ভাঁজ ক'রে ক'রে বাক্সে তুলে রেখেছ। আমি আলনায় খুঁজে না পেয়ে শেষে বাক্স থেকে বার ক'রে তবে পরি।

[সুধাংশুর পাশে বসিল]

সুধাংশু

ও, সে তোমাকে একটু জব্দ করবার জন্যে।

মৃণালিনী

তাই না-কি ? আচ্ছা বেশ। কাল দেখো, আমিও তোমাকে কেমন জব্দ করি। তোমার কলেজে যাবার পোষাক এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যে তুমি কিছুতেই খুঁজে পাবে না। কলেজে যাওয়াও হবে না। সারাটা দুপুর আমার কাছে থাকতে হবে। সেই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি, তাই না ?

সুধাংশু

হ্যাঁ।

মৃণালিনী

(কৌতুকের ফাঁদ পাতিয়া) সেই হবে তোমার উপযুক্ত শাস্তি ?

সুধাংশু

(অন্যমনস্কভাবে) হঁ্যা ।

মৃণালিনী

(কপট অভিমানে) কি আমার কাছে থাকাটা তোমার শাস্তি ! আচ্ছা বেশ ।

[মুখ ফিরাইয়া বসিল]

সুধাংশু

ও, না না, আমি ভুল ক'রে বলেছি ।

[সুধাংশু মৃণালিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে ফিরাইতে গেল । কপট অভিমানে হাত ছাড়াইয়া মৃণালিনী দূরে আর একটা সোফায় গিয়া বসিল । সুধাংশু উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহাব পাশে গিয়া দাঁড়াইল । মৃণালিনী মুখ ফিরাইয়াই রহিল]

সুধাংশু

ওগো···শুনছ···দেখ···ওগো !···

মৃণালিনী

(মুখ না ফিরাইয়া) ওকি ডাকের ছিরি ! আমার কি নাম নেই না-কি ?

সুধাংশু

মৃ—মিনি···

মৃণালিনী

উঁহু, ও রকম কাঠখোট্টার মত ডাকলে হবে না ।

সুধাংশু

(আদর করিয়া) মিনি···

মৃণালিনী

(সুধাংশুর অলক্ষ্যে হাসিয়া) তোমার অপরাধ গুরুতর। সব কটা নাম বলা চাই, নইলে রাগ যাবে না।

সুধাংশু

মৃণালিনী, মৃণাল, মিনি, লিনি···

মৃণালিনী

আরও একটা বাকী থাকল।

সুধাংশু

মালিনী!

[ফিরিয়া বসিয়া সুধাংশুর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে পাশে বসাইল]

মৃণালিনী

কি গো, কেন গো, কি বলছ গো ?

সুধাংশু

আমার ওপর আর রাগ নেই তো ?

মৃণালিনী

কি বোকা তুমি! আমি কি সত্যি সত্যি রাগ করেছি না-কি। ও শুধু একটু আদর পাবার জন্যে।···আচ্ছা, এখন তাহ'লে ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

[উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল]

দেখ, আজ আমার মাথার ভেতরে থেকে-থেকে যেন কেমন ক'রে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন দাঁড়াতেই পারছি নে।

সুধাংশু

[ব্যস্ত হইয়া] তাহ'লে তুমি ব'সো। এখন গিয়ে কাজ নেই।

মৃণালিনী

ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে।

সুধাংশু

তা হোক। তবু আমি এখন তোমাকে যেতে দেব না।

[সুধাংশু মৃণালিনীকে টানিয়া বসাইল। পর্দ্দার আড়ালে মেয়েরা ভিড় করিয়া উঁকিঝুঁকি দিতেছে দেখা গেল। সুধাংশু সরোষ কটাক্ষে চাহিয়া হাতের ইসারায় তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিল। মেয়েরা সরিয়া গেল]

মৃণালিনী

কি পাগল! বসে থাকলে আমার কাজগুলো ক'রে দেবে কে?

(সুধাংশু অনুসন্ধানের এই সূত্র অবলম্বন করিয়া)

সুধাংশু

তুমি কি খুব কাজ কর না-কি?

মৃণালিনী

করি না! আমি বুঝি অমনি অমনি ব'সে খাই?

সুধাংশু

ঈস্ ভারী তো কাজ কর! আচ্ছা, বল দেখি, আজ সকাল থেকে কি কি কাজ করেছ?

মৃণালিনী

আচ্ছা শোন। আজ সকাল থেকে···সকাল থেকে···(স্মরণ করিবার জন্য একটুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিল)···কত কাজ করেছি, অত কি মনে থাকে? কাজ না করলে কি শুধু শুধু তুমি আমাকে খেতে দিচ্ছ!

সুধাংশু

আচ্ছা, তবু দুটো-একটা বলই না শুনি।

মৃণালিনী

আচ্ছা বলছি।…(ভাবিয়া) ভারী মজা তো, একটাও মনে পড়ছে না।

সুধাংশু

আচ্ছা, আজ না হোক কাল। কাল কি কাজ করেছ বল তো?

মৃণালিনী

(চিন্তা করিয়া) নাঃ, কালকের কথাও কিছু মনে পড়ছে না।

সুধাংশু

তাহ'লে পরশু,… কিংবা তারও আগে?

মৃণালিনী

নাঃ, আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে। সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে; কিচ্ছু মনে পড়ছে না। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েই আমার এই দশা হ'ল।…যাই, একটু ঘুরে-ফিরে আসিগে—তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[উঠিতেই নমিতার ফটোখানা সোফার উপর হইতে মেঝেতে পড়িয়া গেল। মৃণালিনী ফটোখানি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল]

মৃণালিনী

বাঃ, বেশ তো মেয়েটি! এ ফটো তুমি কোথায় পেলে?…[সুধাংশু নিরুত্তর]…মেয়েটি কে গা? ভারী সুন্দর তো দেখতে।

সুধাংশু

ও ইউনিভার্সিটির হরেনবাবুর মেয়ে।

মৃণালিনী

এ ফটো তুমি কি ক'রে পেলে?

সুধাংশু

(ইতস্তত করিয়া) ও, ওখানা বাঁধিয়ে দেবার জন্যে হরেনবাবু আমাকে দিয়েছিলেন।

মৃণালিনী

আর তুমি এমনি ক'রে যেখানে-সেখানে ফেলে রেখেছ ! বেশ মানুষ ! তুলে রাখি। পরের জিনিষ।

[উঠিয়া গিয়া ডানদিকের টিপয়ের উপর ফুলদানীর গায়ের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া রাখিল। আবার তুলিয়া দেখিতে লাগিল]

বেশ মেয়েটি। বিয়ে হয় নি ?

সুধাংশু

না।

মৃণালিনী

ওদের বাড়িতে আমাকে একদিন নিয়ে যেয়ো।

[ফটো রাখিয়া দিল। ফিরিতেই আর একটি টিপয়ের উপর মালতীর আনা মালা ও ফুল চোখে পড়িল। মালাটি হাতে তুলিয়া লইল]

ওমা, এ কিগো ! এই মালা, এত ফুল, এ সব আনিয়েছ কেন ?··· কোন পূজো-টুজো না-কি ?

সুধাংশু

(আশ্বস্ত হইয়া) হ্যাঁ।

মৃণালিনী

ওমা, তাই তো, আজ যে পূজো তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। [মালা হাতে লইয়া সুধাংশুর কাছে আসিল] তাই তো, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। ফিট্‌ফাট্ কাপড়-চোপড়, গায়ে এসেন্সের গন্ধ

ভুর-ভুর করছে—আজ বচ্ছরকার দিন ব'লে সাজগোজ করেছ বুঝি, তাই না ?

[সুধাংশু মাথা নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ"]

তাহ'লে আমিও যাই—বচ্ছরকার দিনে ভাল কাপড় পরতে হয়। কাপড়টা বদলে আসি গে। তারপর আমাকে পূজো দেখাতে নিয়ে যেয়ো, কেমন ?

[মালা সুধাংশুর পাশে সোফার হাতার উপর রাখিল]

সুধাংশু

আচ্ছা।

মৃণালিনী

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কোন্ শাড়ীটা পরব বল তো ?

সুধাংশু

যেটা তোমার পছন্দ হয়, সেইটে পরে এসো।

মৃণালিনী

না না, তুমি বল না গো। সেই ছাপ দেওয়া সিল্কেরটা ?

সুধাংশু

হ্যাঁ।

মৃণালিনী

না, সেই খয়েরীটা ?

সুধাংশু

হ্যাঁ।

মৃণালিনী

বেশ। এও হ্যাঁ, ও-ও হ্যাঁ। তোমাকে তবে জিজ্ঞেস্ করছি কি জন্যে ?

সুধাংশু

তাহ'লে ঐ খয়েরীটাই পরে এসো।

মৃণালিনী

আচ্ছা বেশ। আমি ভাল কাপড় পরে আসি—তারপর তোমাকে মালা পরিয়ে দেব।

[বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল। জাহ্নবী, সরোজিনী ও মালতীর প্রবেশ]

জাহ্নবী

সুধা, কি হয়েছে ? বৌমা কি···

সুধাংশু

বলছি। ডাক্তারবাবুকে কি ডাকতে পাঠিয়েছ ?

জাহ্নবী

পাঠিয়েছি। বৌমা কি আর পাগল নেই ?

সুধাংশু

এখন তো ঠিক আগের মত। কিচ্ছু অস্বাভাবিক নেই। কেবল স্মরণশক্তিটা লোপ হয়ে গিয়েছে। পাগল যে হয়েছিল সে কথা পর্য্যন্ত ওর মনে নেই।

জাহ্নবী

এখন কি হবে বাবা ?

সুধাংশু

ভগবান জানেন মা। আমার ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে।

সরোজিনী

এদিকে হরেনবাবুরা হয় তো দেরি দেখে কত ব্যস্ত হচ্চেন। তার কি করা যায় সুধা ?

সুধাংশু

মাসীমা, ও-সব কথা এখন একেবারে বন্ধ করুন।

সরোজিনী

বলিস্ কি? তারা সমস্ত আয়োজন ক'রে বসে আছে—একটা খবর তো দিতে হয়।

সুধাংশু

মা, তাহ'লে একটা লোক দিয়ে বলে পাঠাও যে, আজকে তো আর আমি যেতে পারছি নে।

সরোজিনী

ওমা, বলিস্ কি তুই? তাও কি হয়!

সুধাংশু

হতেই হবে। উপায় কি?

সরোজিনী

ওমা, মেয়ের যে গায়ে-হলুদ হয়ে গিয়েছে। তাঁদেরও তো সমাজ আছে, সম্ভ্রম আছে।

সুধাংশু

কি করব মাসীমা? এই অবস্থায় এই রকম মানুষকে ঘরে ফেলে রেখে আপনি আমায় যেতে বলেন?

জাহ্নবী

দীনবন্ধু, মধুসূদন, এ কি পরীক্ষায় তুমি আমায় ফেললে প্রভু!

সুধাংশু

মা, আর দেরি করো না। ও হয়ত এখনি এসে পড়বে। তোমরা শীগ্‌গির যাও।

সরোজিনী

তাহ'লে কি উপায় হবে বাবা ?

জাহ্নবী

উপায় ভগবান, বোন্। এ সমস্যার সৃষ্টি তিনি করেছেন, মীমাংসার ভারও তাঁর ওপরে দাও। আমরা ভেবে আর কি করব !

মালতী

দাদা, আমি যে আর থাকতেই পারছি নে। ছুটে গিয়ে বৌদির গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

সুধাংশু

না না, খবরদার। এখন যেন কিছুতেই ও তোকে দেখতে না পায়। হঠাৎ দেখলে না জানি কি মনে করবে। কত রকম সন্দেহ মনে জাগতে পারে।···আর মা, ওঁদেরও বলে দাও পর্দার আড়াল থেকে যেন উঁকিঝুঁকি না দেন। হঠাৎ যদি দেখে ফেলে !

জাহ্নবী

আচ্ছা, আমি ওদের বলছি, সবাই ওপরে গিয়ে বসুক।

সুধাংশু

ঐ আসচে বুঝি। যাও, শীগগির যাও।

[জাহ্নবী, সরোজিনী ও মালতী চলিয়া গেল। গেরুয়া রঙের শাড়ী ও কয়েকটি গহনা পরিয়া বিষণ্ণ ও চিন্তিত মুখে মৃণালিনী আসিল]

মৃণালিনী

দেখ, ও-ঘরে একা একা হঠাৎ আমার কেমন যেন ভয় ক'রে উঠল। এত ভাবি, সন্ধ্যোরাত্তিরে আবার ভয় কি ? তবু ভয় করে।

[সুধাংশুর পাশে বসিল]

সুধাংশু

না, ভয় কিসের। এই তো আমি রয়েছি।

মৃণালিনী

না, সে রকম ভয় নয়।…এ যেন কি…কী যেন বিপদ। (আকুল স্বরে) ওগো, আজ আমার সব ভুল হয়ে গেল কেন ?

সুধাংশু

ও কিছু নয় মিনি। রাত্তিরটা ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মৃণালিনী

না গো না। আমি এতক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করছিলাম! আবছায়ার মত আমার যেন কি সব মনে আসছিল। কি অন্ধকার…কি যন্ত্রণা ভাবতেই যেন গা শিউরে ওঠে।…কি যেন…কোথায় যেন…দেখ, আমার কি খুব অসুখ করেছিল ?

সুধাংশু

(বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল) হ্যাঁ।

মৃণালিনী

কি অসুখ ?

সুধাংশু

এই…নানারকম অসুখ।

মৃণালিনী

কতদিন ?

সুধাংশু

অনেক দিন।

মৃণালিনী

তবে তো আমি ঠিকই ভেবেছি।

[বলিতে বলিতে মৃণালিনী ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল]

শুধু তাই নয়। এ ঘরে যেন আমি কতদিন ছিলাম না। কোথায় যেন···অনেক দূরে···সব নির্জ্জন চারিদিক আঁধার···তুমি কাছে নেই···

সুধাংশু

মিনি, মিনি, ও-সব কথা এখন থাক। সব ভুলে যাও। ভুলেই তো গিয়েছিলে, আবার কেন মনে করছ?

মৃণালিনী

উঃ, সে কি বিভীষিকা—দিনরাত, দিনরাত—কার কাছে যাব, কাকে আঁকড়ে ধরব—কিছুই ভেবে পাই না। কি ভীষণ একা···জগৎ সংসারে কেউ নেই, কেউ নেই।···খালি খড়্গ, খালি তলওয়ার···খালি কাটা-কাটি, রক্তে ভেসে যায়, এই সব,···আরও কত কি···ওগো সত্যি বল না, সত্যি বল···(প্রায় চীৎকার করিয়া)···আমি কি···আমি কি পাগল হয়েছিলাম?

সুধাংশু

না না, কে বল্‌লে! কি সব যা-তা ভাবছ? ও সব কথা ভেবো না লক্ষ্মীটি।

মৃণালিনী

না না, তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমার একটু একটু ক'রে সব মনে পড়ছে।···ঐ নীচের ঘরটায় আমি থাকতাম, তাই না?

[সুধাংশু মাথা নাড়িয়া জানাইল "হ্যাঁ"]

মৃণালিনী

কতদিন।

সুধাংশু

দু বছর।

মৃণালিনী

তারপর এখন…এখনও কি…

সুধাংশু

না না মিনি, এখন তুমি সেরে গিয়েছ।

মৃণালিনী

সত্যি বলছ?

সুধাংশু

সত্যি বইকি। তুমি নিজে কি বুঝতে পারছ না?

মৃণালিনী

কি জানি, আমার মাথাব ভেতরে যেন কেমন…না না, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই, তাই না? তোমার কাছে আছি, কোন ভয় নেই।

সুধাংশু

কোন ভয় নেই মিনি।

মৃণালিনী

দু ব—চ্ছ—র। উঃ কতদিন, কতযুগ ধ'রে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছি।…আর তুমি, তোমরা, দু-বছর ধ'বে আমার বোঝা টেনেছ। না জানি কত কষ্টই তোমাদের দিয়েছি।

সুধাংশু

ও কথা কেন বলছ মিনি? আমার হ'লে তুমি কি করতে না?

মৃণালিনী

ক'জন স্বামী এ রকম ক'রে ভাবে! তোমার গুণের তুলনা নেই।… দেখ, আমি…আমি কি বেশী উৎপাত করতাম?

সুধাংশু

না না, কিচ্ছু না। কিন্তু মিনি, ও-সব কথা এখন থাক।

মৃণালিনী

হ্যাঁ, ও-সব কথা এখন থাক। আমি তো সেরেই গিয়েছি। আর ওসব কথা ভেবে কি হবে, কি হবে, তাই না ?

সুধাংশু

হ্যাঁ, তাই বইকি।

মৃণালিনী

(অপ্রকৃতিস্থ) আর ওসব ভেবে কি হবে, কি হবে ?···অ্যাঁ, আর ও-সব ভেবে কি হবে, কি হবে ?

সুধাংশু

(ভীতস্বরে) মিনি।

মৃণালিনী

(প্রকৃতিস্থ হইয়া) হ্যাঁ, কি বলছিলাম ?···দেখ, আমাকে নীচের ঐ ঘরটায় রেখেছিলে কেন ?

সুধাংশু

তুমি যে কিছুতেই ওপরে আসতে চাইতে না।

মৃণালিনী

আচ্ছা, আর যদি কখনও ঐ রকম হই—আর তো হবই না—যদি কখনও হই, তাহ'লে তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ঐ ঘরটায় আর রেখো না।

সুধাংশু

বালাই, আবার কেন ও-রকম হবে।

মৃণালিনী

আমার ভারী ভয় করবে। [শোবার ঘর দেখাইয়া] ঐ ঘরটিতে আমাকে রেখো। আমি আসতে না চাইলে জোর ক'রে আমাকে ধরে

এনো।...তোমার কোলের কাছটিতে আমাকে রেখো। তাহ'লেই আমি শীগগির সেরে উঠব।

সুধাংশু

ছি মিনি, কেন ভাবছ ও-সব কথা?

মৃণালিনী

না, তুমি বল।

সুধাংশু

আচ্ছা, তাই হবে।

[একটু পরে]

মৃণালিনী

দেখ, আর একটা কথা আমার মনে পড়ছে।

সুধাংশু

কি কথা বল।

মৃণালিনী

কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় করছে—না জানি কি শুনতে হবে।

সুধাংশু

তাহ'লে বলে কাজ নেই মিনি, থাক।

মৃণালিনী

না বললেও যে শান্তি পাব না।...দেখ, আমার কি একটি খোকা হয়েছিল?

সুধাংশু

হ্যাঁ।

মৃণালিনী

সে কোথায়? (সুধাংশু নিরুত্তরে মুখ ফিরাইল) বল না সে কোথায়?

…সে নেই? অ্যাঁ, সে নেই?…উঃ মাগো! ওগো ভুলিয়ে দাও, আমায় ভুলিয়ে দাও, নইলে আমি আবার পাগল হয়ে যাব।…যাই, আমি মা'র কাছে যাই। [যাইতে উদ্যত]

সুধাংশু

না না, মিনি, যেও না, এইখানেই থাকো। আমি মাকে ডাকছি। মা, মালতী…

[জাহ্নবী ও মালতী আসিলেন]

মৃণালিনী

মা, মাগো! (ছুটিয়া গিয়া তাঁর বুকে মুখ লুকাইল)

জাহ্নবী

কি মা?

মৃণালিনী

আমার বুকের ভেতরে যে কেমন করে।

জাহ্নবী

একটু চুপ ক'রে থাকো মা, তাহ'লেই সেরে যাবে।

[মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন]…তোমার দাদাকে দেখবে মা?

মৃণালিনী

(চকিতে মুখ তুলিয়া) দাদা এসেছে না-কি? কই, কোথায়?

জাহ্নবী

হ্যাঁ, নীচে আছে। আমি ডাকতে পাঠাচ্ছি! বামা, বামা।

মালতী

বামা তো নেই মা। তুমি যে তাকে চাটুজ্জ্যেদের বাড়িতে পাঠিয়েছ।

জাহ্নবী

ও, তাহ'লে তুই-ই যা তো মা। উপেনকে ডেকে আন।

[মালতী চলিয়া গেল]

মৃণালিনী

মা, আপনার কোলে মাথা রেখে আমার বেশ লাগছে। আঃ, মনে হচ্চে কত শান্তি।

জাহ্নবী

বেশ তো, এমনি করেই থাক।

মৃণালিনী

(অপ্রকৃতিস্থ) সব সময় যে থাকতে পাইনে মা। কে আমাকে সরিয়ে দেয়। সব সময় কেন থাকতে পাইনে ?

[জাহ্নবী ও সুধাংশু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন]

জাহ্নবী

সব সময়ই থাকতে পাবে মা। এখন একটু চুপ কর।

[মালতী ও উপেন্দ্র আসিল। মৃণালিনী উপেন্দ্রকে প্রণাম করিল]

মৃণালিনী

দাদা, তোমার শরীর ভাল আছে ?

উপেন

আছে।

মৃণালিনী

এখন হঠাৎ এলে যে ?

উপেন

এই···এমনিই···তোকে দেখতে এলাম।

মৃণালিনী

বৌদি ভাল আছে ?

উপেন

হ্যাঁ।

মৃণালিনী

নগেন, রেণু, পটু—ওরা সবাই ভাল আছে ?

উপেন

হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে।

মৃণালিনী

দাদা, আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। দু-বছর পাগল হয়ে ছিলাম। তা আমাকে একবার দেখতেও আসনি ?

উপেন

এসেছিলাম বই-কি মিনি। তোর কি আর তখন জ্ঞান ছিল !

মৃণালিনী

ও, হ্যাঁ, তাইতে আমার মনে নেই।

উপেন

মিনি, তোর বৌদি তোকে দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছে। আজকে যাবি আমার সঙ্গে ?

মৃণালিনী

না দাদা, আজকে নয়। কতদিন পরে আজকে ভাল হয়েছি। দু-দিন এখানে থাকি, তারপর যাব।

[আলুথালু বেশে ছুটিয়া বামার প্রবেশ]

বামা

(হাসিয়া কাঁদিয়া) ও বৌদি গো, তুমি সেরে উঠেছ—তাই শুনে

আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি গো। ও বৌদি, তুমি সেই ভাল হ'লে, দু-দিন আগে কেন হ'লে না—তাহ'লে তো দাদাবাবু আজ আর···

সুধাংশু

(গর্জ্জন করিয়া) এই বামা, চুপ। দূর হ! চলে যা এখান থেকে।

[বামা হতবুদ্ধি হইয়া বাহির হইয়া গেল। মৃণালিনী জিজ্ঞাসু নেত্রে একে একে সকলের দিকে চাহিতে লাগিল]

মৃণালিনী

বামা কি বলছিল? আজ কি হবে?

সুধাংশু

ও কিছু নয়।

মৃণালিনী

মা, আপনি বলুন না। আমার শুনলে কি কোন দোষ আছে? ওকে অমন ক'রে তাড়িয়ে দিলে কেন?

জাহ্নবী

ও বিশেষ কিছু নয় মা। পরে শুনো এখন।

মৃণালিনী

দাদা, বল না কি কথা? আজকে কি হবে এখানে? তুমি কেন এসেছ? মালতী কেন এসেছে?

সুধাংশু

ওঃ, আজকে আমাদের সব থিয়েটার দেখতে যাবার কথা ছিল কি-না, তাই।

মৃণালিনী

না না, বামা তো তা বলে নি। আজ কি করবে তুমি—দু-দিন আগে আমি ভাল হ'লে যা করতে না?···ওগো, তোমরা যতই ঢাকতে চেষ্টা

করছ আমার বুকের ভিতরটা ততই কেঁপে কেঁপে উঠছে। কত কি অকল্যাণের কথা মনে হচ্ছে।···বল, বল, এ সংশয় যে আর আমি সইতে পারছি নে।

উপেন্দ্র

আর মিথ্যের পর মিথ্যে দিয়ে জাল বুনে কি হবে! যে আঘাত আসবেই তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। মিনি, তোর আর ভাল হবার আশা নেই জেনে সুধা আজ আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিল।

মৃণালিনী

(বিবর্ণ মুখে) অ্যাঁ···সত্যি ?···না, আমি আবার পাগল হয়ে গিয়েছি ! [সুধাংশুর দিকে অগ্রসর হইল]···ওগো, তুমি কথা কইছ না কেন ? দাদা তামাসা ক'রে বলেছে, তাই না ?·· তবু চুপ ক'রে রইলে !··· তবে কি তোমার এই সব সাজপোষাক সেই জন্যে ?

উপেন্দ্র

মিনি, একটু শান্ত হ। সব কথা শোন্।

মৃণালিনী

আর এই বুঝি বিয়ের বরণমালা ?···(ছবির দিকে নির্দ্দেশ করিয়া)··· আর ওই,···ওই সে ?···(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) দাদা, দাদা, তুমি আমাকে শান্ত হতে বলছ ? আশীর্ব্বাদ কর যেন এখনি আবার পাগল হ'য়ে যাই।

[মৃণালিনী ছুটিয়া বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল। জাহ্নবী ও মালতী তাহার অনুসরণ করিল। সুধাংশু ও উপেন্দ্র স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ-ভাবে কাটিয়া গেল—]

উপেন্দ্র

আগের বারেও ঠিক এমনি হয়েছিল।

সুধাংশু

কোন্ বার ?

উপেন্দ্র

সেই ও-বছর দিল্লীতে যখন কয়েক ঘণ্টার জন্যে জ্ঞান হয়েছিল।

সুধাংশু

ঠিক এমনি জ্ঞান হয়েছিল?

উপেন্দ্র

ঠিক এমনি।

সুধাংশু

আজ এসে যখন প্রথম কথা বলতে লাগল তখন কে বলবে যে এই মানুষ কোনদিন পাগল হয়েছিল।

উপেন্দ্র

সেবারেও ঠিক তাই। ঘণ্টাকয়েক ভাল মানুষের মত থাকবার পর হঠাৎ কি ছুতোনাতায় মাথা গরম হয়ে উঠে আবার যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াল।

[বামার সঙ্গে ডাক্তারবাবু আসিলেন। প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, প্রশান্ত গম্ভীর মুখ]

বামা

ডাক্তারবাবু এসেছেন।

[বামার প্রস্থান]

সুধাংশু

কাকাবাবু, আসুন। সব শুনেছেন?

ডাক্তার

হ্যাঁ, কতক্ষণ জ্ঞান হয়েছে? [বসিলেন]

সুধাংশু

এই ঘণ্টাখানেক।

ডাক্তার

তারপর, এর মধ্যে, আবার কি কিছু—?

সুধাংশু

নাঃ, বেশ স্বাভাবিক ভাব চলছে।···হ্যাঁ, তবে এক-একবার কথাবার্ত্তা-গুলো যেন কেমন একটু···

ডাক্তার

(মাথা নাড়িয়া) হুঁ।

[মালতী ছুটিয়া আসিল]

মালতী

কাকাবাবু, আসুন দেখে যান, বৌদি এ ঘরে।

ডাক্তার

আর দেখে কি হবে মা? এখন তো ভালই আছে শুনছি।

মালতী

না, আপনি দেখুন কাকাবাবু, আবার সেই রকম হবে কি-না।

ডাক্তার

(স্তোকবাক্যে) তা,···আর নাও হ'তে পারে।

সুধাংশু

কেন কাকাবাবু, আপনার কি সন্দেহ হয় যে এ জ্ঞান থাকবে না?

ডাক্তার

নতুন আর কি সন্দেহ হবে বাবা। আমার বিদ্যেবুদ্ধিতে যে কথা বলে, সে তো আগেই তোমাদের বলেছি। আর শুধু আমি কেন, শহরের বড় বড় ডাক্তারবরাও তো সেই কথাই বলেছেন।

সুধাংশু

কিন্তু আজকে যে একেবারে স্পষ্ট জ্ঞান হয়েছে কাকাবাবু। পাগলামির কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কি কোন···?

ডাক্তার

হঠাৎ দু-একবার যে এ রকম হ'তে পারে সে কথাও তো আমরা বলেছি। কিন্তু তা থেকে এমন আশা করা চলে না যে, ও একেবারে সেরে উঠবে।

সুধাংশু

কিন্তু অদৃষ্টের কি খেলা! ঠিক আজকেই এই সময়েই···

ডাক্তার

কি করবে বাবা! এ জিনিষ তো কারও হাত-ধরা নয়।

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী

মালতী তুই একটু যা তো মা ওর কাছে।

[মালতীর প্রস্থান]

ডাক্তারবাবু, বৌমাকে আপনি একবার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার

দেখতে বলেন দেখতে পারি। কিন্তু ওকে আরও খানিকটে উত্ত্যক্ত করা ছাড়া তাতে আর কি লাভ হবে?

জাহ্নবী

তবু আপনি একবার দেখলে সব বুঝতে পারবেন।

ডাক্তার

নতুন ক'রে বোঝবার আর কি আছে?

জাহ্নবী

তবে কি আপনি মনে করেন···

ডাক্তার

হ্যাঁ।

জাহ্নবী

কতক্ষণ?

ডাক্তার

সেটা ঠিক বলা যায় না। দু-ঘণ্টাও হ'তে পারে, দু-দিনও হ'তে পারে।

জাহ্নবী

ডাক্তারবাবু, আপনি আমাদের শুধু ডাক্তার নন, এ পরিবারের অনেক দিনের হিতৈষী বন্ধু। আপনি ব'লে দিন এ সঙ্কটে এখন আমাদের কি করা উচিত ?

ডাক্তার

সুধাংশুর বিয়ের কথা বলছেন ?

জাহ্নবী

হ্যাঁ।

ডাক্তার

ও, তা বিয়েটা আজকের মত বন্ধই করতে হবে। এ সময়ে ওকে অত-বড় একটা আঘাত দেওয়া যায় না। আর দেখুন, খুব সাবধান, আজকে যে বিয়ের আয়োজন হচ্ছিল তা যেন ও ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। দু-চারদিন দেখুন, পরে যদি···

জাহ্নবী

আর তা হয় না ডাক্তারবাবু, ও সব জেনে ফেলেছে।

ডাক্তার

তাই নাকি ? আহা, তাহ'লে তো বড্ডই শক্ পেয়েছেন।

উপেন্দ্র

ডাক্তারবাবু, ওর অসুখ আবার শীগগিরই ফিরে আসবে এ কথা যদি সত্যি হয়—তাহ'লে সুধাংশুর বিয়েটা আর বন্ধ ক'রে কাজ কি ?

ডাক্তার

[একটু ভাবিয়া জাহ্নবীর দিকে চাহিলেন] উপেনবাবু ঠিক কথাই বলেছেন।

জাহ্নবী

না না, এখন আর তা হয় না।

ডাক্তার

না হবে কেন? নতুন তো আর কিছু ঘটেনি, যার জন্যে আগের ব্যবস্থার বদল করতে হবে। দু-দিন আগেও যা ছিল, আজও তাই।

জাহ্নবী

আজও কি তাই?...এই যে বৌমার জ্ঞান হ'ল?

ডাক্তার

তা তো হ'ল? কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে? আমাদের শাস্ত্র যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহ'লে এ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

জাহ্নবী

কিন্তু তবু এখন তো ওর জ্ঞান আছে। সব দেখছে, বুঝছে। কত বড় আঘাত পাবে এতে।

ডাক্তার

দেখুন, আমরা ডাক্তার মানুষ, অনেক দেখে শুনে প্রাণটা শক্ত হয়ে গিয়েছে। সেন্টিমেণ্টের—হৃদয়াবেগের বড় ধার ধারি নে। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যদি বিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য ব'লেই বুঝে থাকেন তাহ'লে সেন্টিমেণ্টের খাতিরে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।...আর বৌমাও যদি সুবুদ্ধি হন তাহ'লে নিশ্চয়ই এতে সায় দেবেন।

জাহ্নবী

বৌমা আমার খুবই সুবুদ্ধি। এতক্ষণ আমার কাছে সব কথা শুনছিল। ওর বুক ভেঙে যাচ্ছিল, তা কি আর বুঝতে পারি নি, তবু নিজেই বললে, 'ঠিকই তো, এ রকম অবস্থায় বিয়ে করাই উচিত।'

ডাক্তার

তবেই দেখুন।......আর সে ভদ্রলোকের প্রতিও তো আপনাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। এতদূর এগিয়ে এখন বিয়েটা বন্ধ করা কি অন্যায় হবে না?

সুধাংশু

না না, তবু আজকে থাক।

ডাক্তার

তাতে আর কার কি লাভ হবে বাবা? প্রথমটা বৌমার কথা ভেবে আমি আজ বিয়েটা বন্ধই করতে বলেছিলাম। কিন্তু দেখছি আঘাত যা পাবার তা তো বৌমা পেয়েছেনই—তবে আর কেন?

সুধাংশু

তবু…

ডাক্তার

দু-দিন আগে আর পরে? তার জন্যে এই শেষ মুহূর্ত্তে বিয়ে বন্ধ ক'রে ভদ্রলোকের উদ্যোগ-আয়োজন সব পণ্ড ক'রে দেবে কেন? তাঁরও তো আত্মীয়স্বজন আছেন; তাঁরাই বা কি ভাববেন?

জাহ্নবী

হরেনবাবু ব্যস্ত হয়ে এর মধ্যে দু-বার লোক পাঠিয়েছেন।

উপেন্দ্র

আর দ্বিধা করছ কেন সুধা? ডাক্তারবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। এক্সপ্রেসের এখনও খানিকটা সময় আছে—আমি দেখি যদি ওকে ব'লেকয়ে আমার সঙ্গে যেতে রাজী করাতে পারি।

ডাক্তার

হ্যাঁ, তাই দেখুন। এখন হয়ত রাজী হতেও পারেন।

উপেন্দ্র

পথের মাঝখানে যদি আবার ঐ রকম হয় তবেই বিপদ। ডাক্তারবাবু আপনার কি মনে হয়? এ জ্ঞান কতক্ষণ থাকবে?

ডাক্তার

কিছুই বলা যায় না। সেবারে কতক্ষণ ছিল?

উপেন্দ্র

আট দশ ঘণ্টা।

ডাক্তার

এবারেও তাই হওয়া সম্ভব। কিছু বেশীও হ'তে পারে।

উপেন্দ্র

তাহ'লে সঙ্গে একটা লোক নেওয়া দরকার।

জাহ্নবী

ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিক বলতে পারেন যে, ও নিশ্চয়ই আবার পাগল হয়ে যাবে? আপনার কি ভুল হ'তে পারে না?

ডাক্তার

ভুল হ'তে পারে না এ কথা কি কেউ বলতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের ভুলই হয়ে থাকে, যদি ও আর কখনও পাগল নাও হয়, তবু ওর চলে যাওয়াই আমি সঙ্গত মনে করি।

জাহ্নবী

কেন?

ডাক্তার

দেখুন, আমরা ডাক্তার মানুষ, সবদিকই আমাদের ভেবে দেখতে হয়। ওর যদি সন্তান হয় তাদেরও এই রকম হবার খুব সম্ভাবনা থাকবে। এই ভীষণ ব্যাধির মূর্ত্তি এতদিন ধ'রে তো চোখের সামনে দেখলেন। কতকগুলো নিরীহ শিশু এই অভিশাপ মাথায় নিয়ে সংসারে আসুক— সেটা কি ইচ্ছে করেন?

উপেন্দ্র

(জাহ্নবীর প্রতি) আপনি আর দেরি করবেন না। সুধাংশুর যাত্রার সমস্ত ঠিকঠাক করুন। আমি দেখি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পারি।

[উপেন্দ্র বাঁ-দিকের ঘরে চলিয়া গেল]

ডাক্তার

আচ্ছা, আমিও আসি তাহ'লে। আপনি আর মিছামিছি দেরি না ক'রে সুধাংশুকে রওনা ক'রে দিন।

[ডাক্তারের প্রস্থান]

জাহ্নবী

(আস্তে আস্তে ডাকিলেন) মালতী, মালতী।

[মালতীর প্রবেশ]

যা তো, তোর মাসীমাকে ডেকে আন।

[মালতীর প্রস্থান]

সুধাংশু

মা, ওদের যদি আজই যাওয়া হয় তাহ'লে বামাকে আর সরকার-মশাইকে সঙ্গে দিও।

জাহ্নবী

হ্যাঁ বাবা, তা তো দিতেই হবে। নইলে পথের মাঝখানে যদি আবার কিছু হয় তাহ'লে উপেন একলা ভারী বিপদে পড়বে।

[মালতী ও সরোজিনীর প্রবেশ]

সরোজ, ওদিকে সব ঠিক আছে ?

সরোজিনী

সব ঠিক আছে। এখন তোমরা এলেই হয়।

জাহ্নবী

এয়োরা সবাই আছে তো ?

সরোজিনী

আছে।

জাহ্নবী

আমি বলি কি, আর উপরে গিয়ে কাজ নেই। ওদের সব নীচে ডেকে

নিয়ে যাও—কোন রকমে ধানদূর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাত্রা করিয়ে দাও গে।

সরোজিনী

ওমা, সে কি কথা। এয়োরা সব এতক্ষণ ধরে খেটে-খুটে সব আয়োজন করলে—সে-সব কিছু কাজে লাগবে না? আর এ সব যে শুভকার্য্যের অঙ্গ।

জাহ্নবী

তা হোক সরোজ। সময় আর নেই। শেষটায় লগ্ন ব'য়ে গিয়ে বিয়ে পণ্ড হবে সেইটেই কি ভাল? যাও, তুমি ওদের ডেকে নিয়ে এস গে।

[সরোজিনী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

বল গে, শুধু বরণ-ডালা আর মঙ্গল-ঘট নিয়ে আসুক।

সরোজিনী

আচ্ছা যাচ্ছি। ওরা কিন্তু ভারী দুঃখিত হবে।

জাহ্নবী

চল, আমিও যাই, ওদের বুঝিয়ে বলি গে। এখন কোন রকমে শুভকাজটা সমাধা হলেই বাঁচি। সুধা, আমি ডেকে পাঠালে তুই একেবারে নীচেই চলে আস্‌বি।

[জাহ্নবী, সরোজিনী ও মালতী চলিয়া গেলেন। সুধাংশু কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিল। তারপর হঠাৎ দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল।

পর্দ্দার ওধারে বারান্দা দিয়া মেয়েরা উপর হইতে নীচে যাইতেছে, তাহার আভাস পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া সুধাংশু একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দরজার দিকে যাইবে, এমন সময় পিছন হইতে উপেন ডাকিল—]

উপেন্দ্র

সুধা, যাবার আগে মিনি তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

[সুধাংশু সোফার উপর বসিল। মৃণালিনী ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া প্রণাম করিল]

সুধাংশু

(রুদ্ধকণ্ঠে) মিনি, আমায় ক্ষমা কর।

মৃণালিনী

(মুখ তুলিয়া) ছি, ওকথা ব'লো না। তোমার দোষ কি ?

[মিনি হাসিয়া হাসিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার মর্ম্মের বেদনা কান্নার স্বরে উথলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে]

তুমি মনে কষ্ট করো না লক্ষ্মীটি। দেখ, আমি আজ ভাল আছি, আবার কালই হয়ত পাগল হয়ে যাব…তখন আমার দুঃখই বা কি কষ্টই বা কি…তাই না ?

(ছবির দিকে চাহিয়া) ও মেয়েটি বেশ…খুব ভাল মেয়ে…তুমি খুব সুখী হবে…তাইতেই আমার সুখ, তাই না ?

সুধাংশু

(রুদ্ধকণ্ঠে) মিনি, মিনি, চুপ কর।

মৃণালিনী

কেন, আমি তো এখন বুঝেছি, আর তো আমার কোন কষ্ট নেই।… ভগবান আমার সব সাধ-আহ্লাদ কেড়ে নিয়েছেন, কিন্তু আমার জন্যে তুমি কেন চিরজীবন কষ্ট পাবে ?…তুমি যাতে সুখী হও, তাই করা আমার উচিত, তাই না ?…সংসারে তো আর আমার কোন আশা নেই, তাই না ?

[সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া সুধাংশুর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল]

ওগো, সত্যিই কি আমার আর কোন আশা নেই ?

[উপেন্দ্র ধীরে ধীরে মৃণালিনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া ডাকিল, "মিনি"। মৃণালিনী ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে।

সরোজিনী "সুধা" বলিয়া ডাকিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—]

সরোজিনী

সুধা, তোমাকে বাইরে একটি লোক ডাকছে।

[এ ছলনাটুকু বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

উপেন সুধাংশুকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সুধাংশু একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল মিনি তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সোফার উপর মুখ লুকাইয়া কান্নার বেগ থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উপেন্দ্র পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নীচের তলা হইতে তিনবার চাপা গলায় উলুধ্বনির শব্দ আসিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া গেল।]